বিদ্যুল্লতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ

বিজ্ঞাপন।

———:০:———

প্রিয় পাঠকগণ,—

বিজ্ঞাপন লিখিবার চ্ছলে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ " হংসসম নীরত্যাগী ক্ষীরগ্রাহী হ'য়ে " কেহ বা ঐ কথাই অন্য প্রকারে " দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।" ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে লিখিয়া লিখিয়া পাঠককে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। স্বগ্রন্থ জন-সমাজে আদৃত করিবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তারা নানা প্রকার রত্নভূষণে বিজ্ঞাপন সাজাইতেছেন। আমি কি বলিব ? দোষ পরিত্যাগ জন্যও অনুরোধ করিতে সাহস হয় না। কেন না, " কম্বলের লোম

বা'ছিলে কি থাকে ?—সুদে আসলেই বিনাশ ! সমস্তই যার দোষ, তার আবার বাছা অবাছা কি ? কেবল পাঠকের পণ্ডশ্রম !

আমার এই নিরাভরণা " বিদ্যুল্লতা " সমাজে আদৃত হওয়া দূরে থা'ক্, পাঠককে সাহস করিয়া আদ্যন্ত পাঠ করিবার জন্য বলিতেও ভয় হয়। কি জানি যদি বিরক্ত হন। যদি কেহ কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠেন,—" আদার ব্যাপারীর কেন জাহাজের খবর লওয়া ? " তাঁহার প্রতিপক্ষে সবিনয়ে এই উত্তর——

" এরণ্ডোঽপি তরুস্তাবন্মশকোঽপি বিহঙ্গমঃ।
খদ্যোতোঽপি কিল জ্যোতি র্ব্বয়ং ন কবয়ঃ কথং ॥"

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বঙ্কিম বাবু, মন্মোহন বাবু, দীনবন্ধু বাবু, মাইকেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখক যে সাহিত্য সাগরে বিচরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই বিস্তৃত মহাসাগরে এক জন সামান্য ব্যক্তি হাবু ডুবু খাইতে চলিল। এই মাত্র প্রথম উৎসাহ। যদি উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব সংবাদ পত্রের সম্পাদকের বিশাল তরঙ্গাভিঘাত সহ্য

করিতে না পারে, তবে হয় ত, এই শেষ উদ্যম।

নিবেদন মিতি।

বগুড়া সেরপুর
১২৮৬। শ্রাবণ

বিনয়াবনত——
শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ

বিদ্যুল্লতা

———॰———

প্রথম-পরিচ্ছেদ।

১ ম স্তবক।

গৌড়————দুরভিসন্ধিতে। নগর প্রান্তে।

" চেয়ে দেখ্‌রে দুর্ম্মতি! আহা কত জন,
মর্ম্মভেদী কর্ম্মে তোর অসুখী নিয়ত্‌।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বৈশাখ মাস—কৃষ্ণ পক্ষ—সন্ধ্যাকাল। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী নক্ষত্র ঝিকিমিকি করিতেছে। কখন দৃষ্টিপথে, কখন তাহার অতীত হইতেছে। সৌর-কর-প্রতিফলিত— জল-বুদ্বুদের ন্যায়, আকাশে ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব ও তিরোভাব হই

তেছে। গভীরা রজনীর ন্যায় কখন ২ ঝিল্লিকুল ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কোকিল পঞ্চম স্বরে "কু-উ-উ কু-উ-উ" করিতেছে। "বউ কথা কও" ডাকিতেছে। মলয়সমীরণ আনন্দে হেলিয়া ছুলিয়া চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে এক দণ্ড রাত্রি হইল। এমন সময় রাজবাড়ীর উত্তর দিকে বন মধ্যে চুপি চুপি লোক বসিয়া কেন? ইহারা কি দস্যু? যদি তাহাই হয়, তবে একটু কাণ পাতিয়া শুনা যাউক্——কে কি বলে? এক জন কহিল, খুড়ো ফিরলেই যে সব কাজের বন্দোবস্ত হয়।

২য় ব্যক্তি। চুপ কর, কে যেন আস্ছে।

এই সময়ে একটি লোক এক খণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দ্রুতপদে ইহাদের সমীপবর্ত্তী হইল। একজন কহিল,—

"প্রতুল তো?"

আগন্তুক। অপ্রতুল কি? (হাস্য)

২য় ব্যক্তি। হেসেই যে অস্থির হলে? কি করে এলে?

আগ। এই দেখ (লিপি প্রদান)

১ম ব্যক্তি। (পত্র পাঠ)

পরম কল্যাণবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানদামোহন বর্ম্মণঃ
দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু—

কল্যাণ বরেষু—

মহারাজ,——

তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি নিরাপদে দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ কর—কমলা তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন—রাজ্যের মঙ্গল হউক—যশঃ বৃদ্ধি হউক—প্রজার উন্নতি হউক—ত্রিলোকে ধন্য ধন্য করুক।

তোমার সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইবার আর কোন উপায় নাই। আমি এই সন্ন্যাসী পর্য্যটকদের সহিত বালাকুণ্ড রওয়ানা হইলাম। বিশেষ কোন গোপনীয় পরামর্শ ছিল, সেই জন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন। অনেকক্ষণ যাবৎ তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম; কিন্তু সাক্ষাৎ হইল না।

অদ্য রজনী ২॥ প্রহর বিগত হইলে পশ্চিম দিকের প্রান্তরে কিয়দ্দূর ব্যবধান যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও পুরাতন বট বৃক্ষটি আছে; তাহার তিন

হস্ত উপরে একটী জীর্ণ কোটর আছে। কোটরের মধ্যে এক খণ্ড চিঠি রাখিলাম। একাকী আসিয়া লইবে। একাকী আসিবার কারণ চিঠি দেখিলে জানিতে পারিবে। যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে— যদি ক্ষত্রিয় হও—যদি আর্য্যজাতিতে কলঙ্ক দিতে ইচ্ছা না থাকে—যদি আমার শিষ্য হও— যদি নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপালন করিতে চাও—তবে নির্ভয়ে আসিবে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিও— বিপদ হইবে না। গুরুবাক্য বেদবাক্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।

অদ্যই নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে— কি রাত্রি প্রভাতে চিঠি লওয়া না লওয়া উভয়ই সমান। অন্য কাহার হাতে পড়ে বলিয়া এ পত্রে সেই গোপনীয় পরামর্শ লিখিলাম না। ইতি

সন ৯৪৪ সাল
৩১ এ বৈশাখ

আশীর্ব্বাদক
শ্রীজগদানন্দ গোস্বামী
উদাসীন।

১ ম ব্যক্তি। "জগদানন্দ গোস্বামী" কে?

আগ। (সহাস্যে) রাজার গুরুদেব!

২ য় ব্যক্তি। এ সন্ধান পেলে কোথায়?

আগ। নগরের মধ্যে খুজ্‌তে খুজ্‌তে অনেক অনুসন্ধানের পর জান্‌লেম— রাজার গুরুদেব উদাসীন হ'য়ে কোথায় বেরিয়ে গে'ছেন। শুনেই মনে মনে হাসতে লাগলাম। ভাবলেম— "কার্য্য হয়েছে, মনোবাঞ্ছা পূরেছে।"

২ য় ব্যক্তি। এই জাল চিঠি দিয়েই কি মনোবাঞ্ছা পূরবে?

আগ। হুঁঃ। এই চিঠি রাজার হাতে পড়্‌লেই ঐ খানে আসবে, সুতরাং আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

২ য় ব্যক্তি। কেমন করে চিঠি রাজার হাতে পাঠাবে?

আগ। আমি নিজেই যাব। কোন কৌশলে রাজার হাতে চিঠি দিতে হবে।

১ ম ব্যক্তি। কি কৌশল?

আগ। যাই ত; "ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে" কিন্তু আমি আর সকালে আসব না। তোমরা ঐ বট গাছের নিকট প্রস্তুত থাক গে।

১ ম ব্যক্তি। আসবে না কেন ?

আগ। কারণ আছে। কোন কৌশলে রাজার হাতে চিঠি দিয়েই মন্ত্রিকে চক্রান্ত ক'রে, রাজার সঙ্গ ছাড়া কর্ত্তে হবে। কেন না, যদি কুমন্ত্রণা দিয়ে রাজাকে আস্‌তে না দেয়। আমি চল্লেম।

ব্যক্তিগণ। আমরাও চল্লেম।

আগ। ঝাঁক ধরে উত্তর কল্লে যে ?

ব্যক্তিগণ। মহানন্দে !

২ য় স্তবক।

গৌড়———বাক্‌যুদ্ধে। রাজান্তঃপুরে।

" বলুক বিজ্ঞানবিৎ যাহা মনে লয়,
ভৌতিক যৌগিক কিম্বা দিক ভিন্ন নাম,
পূর্ব্ব ক্ষমতার তব নাই অপচয়,
অসঙ্কোচে প্রবাহিত আছে অবিরাম।
সেই সদা ক্রীড়া পর তরল প্রকৃতি,
যখন যা অভিরুচি সেইরূপ গতি। "

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

পাঠক ! কার ভাবি ফল কে বলতে পারে ?

অতীত এবং বর্ত্তমান ঘটনা স্থির করা যেরূপ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহা নহে। অত্যন্ত দুরূহ। ভবিষ্যৎ স্থির করিতে পারিলে লোকের আর বিপদ হইত না। অন্য পক্ষে, তেমনি জগতের একটী দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইত। এই যে, গৌড়াধিপ—মহারাজা জ্ঞানদামোহন পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নে আছেন—মহিষীর সঙ্গে নানারূপ আমোদ প্রমোদে আছেন———দুশ্চিন্তা নাই—অন্য অসুখ নাই——কেবল মহিষীর প্রেমমাখা—সুধামাখা আলাপেই নিযুক্ত আছেন। আনন্দের একশেষ করিতেছেন। হয় ত, সময়—স্বভাবে আবার কপালে কি আছে কে জানে? মহিষী প্রেমানন্দে একখানি গ্রন্থ আনিয়া রাজার হাতে দিলেন। রাজা বলিলেন,—"কি পুথি?"

মহিষী। "ভূতের অস্তিত্ব!"

রাজা। (ব্যঙ্গভাবে) ভূতের আবার অস্তিত্ব! হা'সালে যে, ভূত কি? থাকে কোথায়?

মহিষী। জান না?

রাজা। জানি পঞ্চভূত,—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

২য় উত্তর,—একত্রে আধার, দেহ।

মহিষী। হ'লোনা। একদিন যদি ভূতের হাতে পড়্‌তে, তখনই জান্‌তে "ভূত কি"

রাজা। আগে বিজ্ঞান পড়, তার পর তর্ক করিও।

মহিষী। সাপ, আগুন, ভূত এদের কাছে আর বিজ্ঞান চল্‌বে না! ভাল, ভূত না থাক্‌লে ঐ পশ্চিম-উত্তর কোণে যে পুরোণো পুকুরটা আছে, সেখানে রেতে আগুন উঠে কেন?

রাজা। আলেয়া।

মহিষী। তাত নিত্যি নিত্যি বল; ভাল, আলেয়া জলের উপর হয়, কিন্তু স্থলে যে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়!

রাজা। তার কারণ আছে।

মহিষী। ছাই আছে—আমার মাথা আছে! সেবার হরিমতির জন্য তার মা এক-জন ভূতুড়ে এনে, ভূত বা'র করালে, ঔষধ নিলে, সন্তান হ'লো। এ গুলি হলো কিসে? আলেয়া নাকি? তোমরা

ত করাজি। ঔষধ মান না, মন্তর মান
না, সাপ না, ভূত না, কিছুই না।
কাজেই ব'ল্‌বে "ভূত কি? থাকে
কোথায়?"

মহারাজ মনে মনে অনুমান করিতে লাগি-
লেন,—"লোকে বলে,—স্ত্রীলোকের হৃদয়
কোমল, অল্পেই কুসংস্কার এত বদ্ধমূল হয় যে,
সহস্র চেষ্টা—সহস্র যত্ন—সহস্র শিক্ষা করাও—
কিছুতেই আর সে মত ফিরাইবার নয়।' নইলে
মহিষী যদিও উচ্চ শিক্ষা পায় নাই; তবুও
স্ত্রীলোকের সাধারণ শিক্ষা পেয়েছে। তাতে
কুসংস্কার যায় কৈ? বরং যাওয়া দূরে থা'ক,
নিজ মত বজায় রা'খবার জন্য আরও তর্কের
ছন্দো বন্দো খুজে বেড়ায়।" আবার মহিষী
বলিলেন,—"চুপ কর্‌লেন যে?"

রাজা। তবে কি কর্‌তে বল?

মহিষী। মন্তর তন্তর মানা হবে কি না?

রাজা। (সহাস্যে) কেন, এ প্রশ্ন এলো
কোথেকে?

মহি। যেখান থেকেই আসুক; উত্তর কি?

রাজা। তবু!

মহি। তবুও কি? দর্প কল্লে যে,—ভূত নেই ভূত নেই বলে, তাই দেখ্‌তে হবে।

রাজা। তোমার এ কুসংস্কার দূর হবে কবে?

মহি। কি আমার? না তোমার?

রাজা। দেখ প্রিয়ে! ভূত আবার কি বাইরে আছে? শরীরই যে পাঞ্চভৌতিক। আর লোকে একটু কিছু দেখ্‌লেই এমন কি দাবানল দেখেও অনেকে কেঁপে সারা হ'য়ে যায়। কিছু দেখলেই বলে,—"ভৌতিক কার্য্য" বরং আমিও বলি যে—"ভৌতিক কার্য্য।" সে ভৌতিক অর্থ কি এই ভূত পেত্নীর কার্য্য?

মহি। ভাল, ভূত পেত্নী না থাক্‌লে, জগতে তার নাম প্রচার কেন?

রাজা। (সহাস্যে) জগতে এমন অনেক শব্দ আছে, কিন্তু নামানুযায়ী পদার্থ নাই।

মহি। একটীও না।

রাজা। "ঘোড়ার ডিম" এ নামের বস্তু দেখেছ?

মহি। (নীরব)

রাজা। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি, অজ্ঞ লোকেরা একবার মনে ধারণা পর্য্যন্তও করে না! ভূত্ ভূত্ ভূত্ করে একবারে বিরক্ত হলেম।

এই সময়ে মহিষী যুগপৎ দুইটী কার্য্য করিতে ছিলেন। কাণে,—রাজার কথা শুনিতেছেন। চক্ষে,—উন্মুক্ত বাতায়ন দ্বারা বায়ুকোণের ঘটনাবলী দেখিতেছেন। তাহা দেখিয়া মহিষীর বোধ হচ্ছে যেন, ঐ স্থানের বট গাছের নীচে সময় সময় একটু আগুন দেখা যায়; আবার দুই এক হাত ইতস্ততঃ চালিতও হয়। এই গতিবিশিষ্ট অগ্নিকণা দেখিয়া মহিষী ভাবিলেন,—“ভৌতিক আগুন।” কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া মহারাজকে বলিলেন,—মহারাজ! এও কি দাবানল?

রাজা। না। এ আলেয়া।

মহি। শুকানে আলেয়া?

রাজা। দোষ কি? প্রকার ভেদ মাত্র।

মহি। (ঈষৎ বিরক্ত ভাবে) “মুখেন মারিতং জগৎ”

রাজা। বটে ?

মহি। তা বই কি ? ঘরে ব'সে—আলেয়া, দাবানল, বাড়বানল, জঠরানল, চিন্তা-নল, কামা—(জিহ্বাগ্রদন্তে)

রাজা। (সহাস্যে) আচ্ছা, আমি এখন ঐ গাছের পাতা আন্‌তে গেলে ?

মহি। আমি বিধবা হ'ব।

রাজা। কিসে ?

মহি। ভূতের হাতে।

রাজা। এই কথা ? আচ্ছা, আজ হতে তোমার এই সব কুসংস্কার দূর কর্ব্বই কর্ব্ব। এই চল্লেম। দেখি ঐ গাছের পাতা ছিঁড়ে আন্‌তে পারি কি না ? (প্রস্থানোদ্যত)

মহি। (হস্ত ধারণ করিয়া) পার্‌বে, পার্‌বে, আমায় আর বিধবা ক'রে কাজ নেই।

রাজা। কি ? আবার বিধবা ! আবার উপহাস ! এই দেখ চল্লেম।

এই বলিয়া দ্রুত পদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। প্রতিহারিগণ সঙ্গে আসিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে "তোরা থাক্" বলিয়া নিরুত্তর করিলেন। এইরূপে যে কয়েক স্থানে প্রতিহারিগণ সঙ্গে যাইতে অগ্রসর হইল, ঐ কয়েক স্থলেই ঐরূপ উত্তর দ্বারা তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া, দ্রুতপদে চলিলেন—ঐ বট গাছের দিকে চলিলেন।

"অদৃষ্ট" সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু নিয়তি কেহই খণ্ডাইতে পারেন না। সহস্র চেষ্টা করুক—সহস্র যত্ন করুক—নিয়তির বক্রগতি সমভাবে চলিবে—অটল ভাবে চলিবে—কিছুতেই প্রতিরোধ হইবে না। পূর্ব্ব স্তবকে যে কয়েক ব্যক্তি জাল চিঠির প্রশস্ত আশাপথে—অপহরণ মানসে বসিয়াছিল—ঐ বায়ু কোণের বট বৃক্ষের নীচে আসিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার কেমন সোপান হইয়াছে! বীজ বপন করিলে তবে কৃষক শস্য পাইবে। কিন্তু এ এক প্রকার নূতন কৃষি! বীজ বপন না করিতেই শস্য পাইল!! যে ব্যক্তি পত্রিকাখণ্ড লইয়া রাজার হাতে দিবে, সে মন্ত্রিবর আদ্যনাথের গভীরতম ভাবী চিন্তা-

শক্তির প্রতাপে এক্ষণে কারারুদ্ধ। সুতরাং আর চিঠি দেয় কে? কিন্তু তাহাই বলিয়া কি পূর্ব্বোক্ত লোকদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই? জানি না, তাহাদের দুরভিসন্ধির শেষ ফল কিরূপে পর্য্যবসান হইল? জানি না, মিষ্ট রস পাইবার আশায় ইক্ষুদণ্ড বপন না করিতেই কি জন্য পরিষ্কৃত মিশ্রি পাইলাম! কি জন্য, জানি না, এক ভাবের আশা অন্যভাবে সেই ফল প্রদান করিল! জানি না, ইহার পর তাহাদের অদৃষ্টে কি আছে? জগৎ নিয়ন্তার কি নিয়ম! কি কৌশল! কি রীতি! কি মর্ম্ম! নিয়ন্তা ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

দ্বিতীয়—পরিচ্ছেদ।

১ম স্তবক।

কাছাড়—নিঃসহায়ে। ঘোর বিপিনে।

"কি প্রসাদ মাগ তুমি কহ ত্বরা করি,
কি হেতু আইলা হেথা?—
মাইকেল।"

জ্যৈষ্ঠমাস—মধ্যাহ্নকাল—প্রচণ্ড রৌদ্র। অগ্নি-

কণার ন্যায় রবিকর তীব্র ভাবে পৃথিবী দগ্ধ করিতেছে। এমন সময়ে এই ঘোর বনে একটী যুবকের বিশ্রাম করিবার বাসনা হইতে লাগিল। সুতরাং লক্ষিত স্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন হইতেছে—নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত হইতেছে—শরীর একান্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে—দুশ্চিন্তা বাড়িতেছে—কখন ভাবিতেছেন মরিয়াছে! মরিয়াছে? বিষম কথা! অপঘাতে—হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক! আবার মুখ বিবর্ণ হইতেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে—বক্ষঃস্থল ধক্ ধক্ করিতেছে। চক্ষে জল আসিল। ঐ ভাবেই আস্তে আস্তে চলিলেন—অদূরে এক বাটী ছিল, সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন। পা উঠিতেছে না—শরীরে সামর্থ্য নাই—শরীর কাঁপিতেছে! চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন—অজ্ঞানাবস্থা—নিষ্পন্দ—চক্ষু স্থির—মূর্চ্ছা!

চৈতন্য হইল। অনন্যোপায় হইয়া চলিলেন—দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন—সুরাপায়ী মানবের ন্যায় ধীরে ধীরে হেলিয়া

ভুলিয়া চলিলেন—অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষুধায় এক পদ ভূমি অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এক্ষণে কণ্টকারণ্য দুর্ব্বাক্ষেত্র বোধে চলিলেন। ক্রমেই শোকে অভিভূত—ক্রমেই আশা-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। ক্ষীণ স্রোতস্বতীর ন্যায় আশা-প্রবাহ প্রবহমান ছিল; এক্ষণে ক্রমেই তাহা নিরাশা-বালিস্তূপে আবদ্ধ করিতেছে। শোকাবেগ ঊর্দ্ধ হইতে বিক্ষিপ্ত—বর্ত্তুলের ন্যায় বিবৃদ্ধ গতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শাখা-ভ্রষ্ট-শুষ্ক-পাদপ পর্ণ, পশু-পাদ-দলিত হইলে যে, "মচ্ মচ্" শব্দ হয়, তাহাতেই বিচলিত-চিত্ত হইতেছিলেন—হৃত নিধি পাই পাই জ্ঞান করিতেছিলেন। পরক্ষণেই নিরাশ—লজ্জিত হইলেন। ক্রমেই লক্ষিত স্থলের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

লক্ষিত স্থলের পার্শ্বে বারেণ্ডায় গৃহস্বামী ছিলেন—অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। ধূমপান করিতেছেন। আনন্দে আলাপ করিতেছেন। সহসা বন হইতে কে আসিল? তাহাই দেখিতেছেন। আবার দেখিতেছেন—তাঁহাদের নিকটেই আসিল। সকলেই

একদৃষ্টে দৃষ্টি করিতেছেন—কে আসিতেছে? সহসা দেখিলেন—ভূমিতে পড়িল—ঘুরিয়া পড়িল—বোধ হয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! সকলে অবাক—মুখে বাক্য নাই—নিষ্পন্দ! উপস্থিত ব্যক্তিগণ দৌড়িল—চকিত ভাবে দৌড়িল। পথিকের নিকটে আসিল—মাথায় জল দিল—বাতাস দিল—ক্রমে চক্ষুরুন্মীলন, চৈতন্যলাভ, উপবিষ্ট। একজন কহিল,—আপনি কে?

পথিক। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি একজন দৈব পীড়িত ব্যক্তি! বিধি আমার প্রতিকূল—আমি সহায়সংহারী—বন্ধু বান্ধব সংহারী!

দ্বি-ব্য। সে কি? কিছুই বুঝলেম না।

প্র-ব্য। তাই ত, আচ্ছা, বাড়ী কোথায়?

পথি। আপাততঃ সঙ্গে সঙ্গে।

এই বলিতে আবার কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার কান্দিলেন—আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পুনরায় গৃহস্বামী বলিলেন,—আচ্ছা আসুন—আমার সঙ্গে অই ঘরে চলুন। পরে সব শোনা যাবে।

পথিক। চলুন।

এই বলিয়া ইহাঁরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ উক্ত বারেণ্ডার দিকে চলিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া বসিলে, ক্ষণকাল পরে গৃহস্বামী বলিলেন,—আপনার এ অবস্থার কারণ কি? উত্তর নাই—নির্নিমেষ—চক্ষু স্থির—অশ্রুপূর্ণ। নয়নাসারে বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। "হা বন্ধো অপঘাতে—" বলিয়া কণ্ঠরোধ প্রায় হইয়া আসিল। আর বলিতে পারিলেন না। দর বিগলিত অশ্রুধারায় আসন পর্য্যন্ত সিক্ত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন,—"হা আশৈশব বন্ধো! হা আশ্রয়দাতা মহারাজ জ্ঞানদামোহন! হা যুবরাজ মোক্ষদামোহন! তোমরা কোথায়? আমি কোথায়? আবার নয়নাসারে বক্ষস্থল প্লাবিত করিলেন—কণ্ঠরোধ" প্রায় হইয়া আসিল— আর বলিতে পারিলেন না। প্রথম ব্যক্তি কহিল,— আপনার নাম কি?

পথি। সতীশ। দুর্ভাগা—

গৃ-স্বাম। আচ্ছা থা'ক, যাচ্ছেন কোথায়?

সতীশ। জগদীশের মায়াজালে আবদ্ধ হ'য়ে নিরাশা চক্রে ভ্রমণ কচ্ছি। ভ্রমণ শেষ— জীবনত্যাগ! এক নিমিষে সম্পাদন কর্ব্ব!

দ্বি-ব্য। আপনার এ সব অনর্থ কথার কিছুই যে অর্থ বোধ হচ্ছে না। কর্ত্তাজি যে বলেছেন,— "আপনার এ অবস্থার কারণ কি?" তাই বলুন।

সতীশ। সংক্ষেপে শুনুন,—প্রথমে, আশৈশব প্রিয়তম বন্ধু-বিচ্ছেদ; দ্বিতীয়, আশ্রয় দাতা মহারাজ জ্ঞানদামোহনের দস্যু হস্তে পতন; তৃতীয়, তৎপুত্র বান্ধব শ্রেষ্ঠ—সহোদর শ্রেষ্ঠ—হিতৈষী বন্ধুর পরলোক যাত্রা!!

পাঠক! এই পথিক—যাঁহার নাম এক্ষণে "সতীশ" বলিয়া প্রমাণিত হইল, ইহাঁর আদ্যন্ত ইতিহাস শ্রবণ করিলে বলিবেন,—"এ ব্যক্তি অদ্বিতীয় দুর্ভাগা।" প্রথমে কোন কারণ বশতঃ প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার হওয়ায় রাত্রি-যোগে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া দেশ পর্য্য-

টনে বাহির হন। কারণ সময় হইলে জানাইব। সুতরাং আশৈশব প্রিয়তম বন্ধু-বিচ্ছেদ! তার পর গৌড়ের মহারাজ জ্ঞানদা মোহনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহাকেও তস্করহস্তে পতিত হইতে হয়; সুতরাং ঘোর বিপদ—নিরুপায়—আশ্রয় দাতার সর্ব্বনাশ!!! তদীয় পুত্র মোক্ষদা মোহনের সহিত ইহাঁর একত্র বিদ্যাভ্যাস আদি করায়, ৪। ৫ বৎসরের মধ্যেই অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে। তাঁহার সহিত মহারাজের অনুসন্ধান জন্য বাহির হন। বিধিবিড়ম্বনায় এই গৃহস্বামীর বাটীর সম্মুখে যে নিবিড় কানন—যাহার সীমা ২। ৪ দিনে পাওয়া যায় না, সেই কাননে প্রাণাধিক-অকপট বন্ধুর অপঘাত মৃত্যু!! ইহাতে কোন্ দেহীর হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কে স্থির থাকিতে সক্ষম? কার হৃদয় লৌহবৎ দৃঢ়? লৌহ অগ্নি-তাপে বিগলিত হইতে পারে; কিন্তু বক্ষস্থল বিগলিত হইবে না—এমন পাষাণবৎ কার্ হৃদয়? জগতে নাই?

২ য় স্তবক।

কাছাড়——চিন্তাবিষ ! অধিত্যকা

" চিন্তাবিষে মন যার জ্বরে একবার,
নিরুপায় সেই জন বুঝিলাম সার।
চিন্তাতরঙ্গিণী।

উত্তরোত্তর এই ভাবেই কিয়দ্দিন অতীত হইতে লাগিল। যতই দিন যায়, ততই সতীশ-হৃদয়ে চিন্তা-পাদপ দৃঢ়ীভূত হয়। সেই পাদপে " হতাশা " ভিন্ন অন্য কোন ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই বিষময় ফল ভক্ষণে ক্রমশঃ সতীশ নিস্তেজ হইতেছেন। যদ্রূপ প্রাসাদোপরি অশ্বত্থ বিটপীর চারা জন্মিলে, শশিকলার ন্যায় ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তন্মূলে অচিরাৎ প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়, তদ্রূপ সতীশের অন্তঃকরণে চিন্তা-বীজ পতিত হওয়ায় নিরাশা মূলরাশি এরূপে বিদ্ধ হইতেছে যে, তদ্দ্বারা সতীশেরও চিত্ত-প্রাসাদ যমসাৎ হইবার অধিক বিলম্ব দেখা যায় না। ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ—মুখশ্রী বিবর্ণ—চক্ষুদ্বয় আরক্ত কোটরস্থ এবং নিস্তেজ—ক্ষুধা মান্দ্য—শরীর তেজোহীন—পিপাসাবৃদ্ধি—চিন্তা নির্ব্বিঘ্নে

উন্নত সোপানে আরূঢ় প্রায়।

একদা গৃহস্বামী পরিবৃত-পরিজনে আসিলেন—সতীশ সন্নিধানে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিলেন। সতীশ ইহাঁদিগকে দেখিবামাত্র শোকানল পুনরায় প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শোকাগ্নিতে সাহস-বারি প্রদান করিলেন। তাহাতে কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু সে নির্ব্বাণ শূন্যে জলের যে স্থায়িত্বকাল তাহাও লাভ করিল না। যদ্রূপ তৃষিত জনে অল্পমাত্র বারি প্রদান করিলে পিপাসার শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়, তেমনি সতীশের শোকাগ্নিও পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সাহস-বারি প্রদান করিলেন—সেই শোকাগ্নিতে প্রদান করিলেন। কিন্তু কেবল হতাশ-ধূম উৎপাদনই ইহার শেষ ফল হইল। গৃহস্বামী কতপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সমস্তই অন্ধকে দর্পণ দর্শানের ন্যায় ফল উৎপাদন করিল। প্রতিবিম্ব ধৃত করার ন্যায় অথবা চন্দ্র ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করার ন্যায় ফল উৎপাদন করিল।

তীব্র প্রবাহিনীকে রজস্তূপ কর্ত্তৃক আবদ্ধ

করিলে, যদ্রূপ ক্ষণস্থায়িনী হয়—মুহূর্ত্তকাল বেগ সম্বরণ না হইতেই প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় তদ্রূপ সতীশকে সান্ত্বনা করাতে ক্ষণকাল মাত্র স্তম্ভিতভাবে রহিলেন। অব্যবহিত পরেই শোকাবেগ প্রবলাকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক বিন্দু মার্জ্জন করিতে না করিতেই শত সহস্র বিন্দু দ্বারা প্রথমে কপোল, পরে ওষ্ঠ—অধর—গ্রীবা—কণ্ঠ—সর্ব্বশেষে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। অবিরাম পড়িতেছে। কিছুতেই অশ্রু পতনের বিশ্রাম হয় না। কত পড়িল কে বলিতে পারে? এমন গণক কে আছে? কোথায় আছে! নক্ষত্রও গণা যাইতে পারে। যেহেতু তাহা পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত—তাহাদের নূতন আবির্ভাব নাই; যাহা বর্ত্তমান আছে চিরকাল তাহাই ছিল, এবং থাকিবে। কিন্তু অশ্রুবিন্দু ত তাহা নয়। নূতন নূতন বিন্দু আবির্ভূত হইতেছে। অব্যবহিত, পূর্ব্বাবির্ভূত বিন্দুচয় কতিপয় লোচনাগ্রে—কতিপয় পতনোন্মুখ—এবং কতিপয় কপোলদেশে নিপতিত। এই আবির্ভাব—লোচনাগ্রে—তথা হইতে পতনোন্মুখ—

এবং গণ্ডদেশে নিপতিত কার্য্যগুলি সম্পাদিত হইতে চক্ষুর নিমিষের অপেক্ষা করিতেছে না। অধোগামিনী অশ্রুধারার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে—জ্যামিতির, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু সমষ্টির নাম,—রেখা; প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন হইবে!

কে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইল। আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী প্রাপণ ব্যতীত কদাপি শোক সম্বরণ হইবার নহে। কে বলিবে কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রাপণাশা আকাশ কুসুমবৎ। যেহেতু, মোক্ষদা জীবিত কি না সেই বিষয়ই সন্দেহস্থল। সতীশ কহিল,—মহাশয়! চিত্ত বড় ব্যাকুল।

গৃ-স্বামী। বালকের মত কান্দিলে আর কি হবে?

সতীশ। আমি স্থির হ'তে ইচ্ছা করি, কিন্তু শোক-ভার বহনে চিত্ত অসমর্থ।

গৃ-স্বা। কি কর্ব্বেন? উপায় নেই।

সতীশ। আছে, মোক্ষদার অনুসন্ধান।

গৃ-স্বা। তিনি কোথায় আছেন? তার স্থিরতা আছে কি?

সতীশ। স্থির থাক্‌লে সবাই যেতে পারে। অনুসন্ধান কর্ব্ব।

গৃ-স্বা। তা নিশ্চয়। কিন্তু আপনার কায়িক অবস্থার পক্ষে ঐ নিয়ম বিশুদ্ধ নয়।

সতীশ। কায়িক অবস্থা উত্তম আছে। আজও দেহ হ'তে জীবন বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

বলিতে বলিতে অনর্গল অশ্রুবারি বিগলিত করিতে লাগিলেন। নীরব হইলেন।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। নভোমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সূর্য্য অস্তমিত—চন্দ্র সুপ্রকাশ। চন্দ্র-করে দিগ্‌দিগন্ত আলোকময় হইল। যেন প্রকৃতি ধবল-বেশ পরিধান করিলেন—যেন ধবল সাজে সাজিয়া নিশানাথের মনস্তুষ্টি করিতেছেন। মন্দ মন্দ সমীরণ—যেন বৃক্ষ-পত্র রাশি চন্দ্রকে বীজন করিতেছে। গগন প্রাঙ্গণ হীরকচূর্ণে মণ্ডিত হইল। ক্রমে রজনী গভীরা। ঝিল্লিকুল ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে—যেন চন্দ্র দর্শনে মঙ্গলাচরণ করিতেছে। প্রকৃতি দেবী ক্রমেই শান্ত—ক্রমেই স্থিরভাবে রহিলেন। এই সময় সতীশের প্রিয় মোক্ষদার কথা মনে পড়িল।

বিদ্যা-মন্দিরে গভীরা রজনীতে মোক্ষদার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন—তাহাই মনে পড়িল। দুশ্চিন্তা আরও বাড়িতে লাগিল। রজনী এই ভাবেই শেষ হইল। উষা-সতী দেখা দিল। সতীশ সেই সময়ে অন্যমনস্কভাবে কোথায় চলিলেন ?

যতই যাইতেছেন ততই যেন কাননটি বৃদ্ধি পাইতেছে। কাননের শেষ হয় না। সীমা নাই—যেন অসীম। ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র নানাবিধ বৃক্ষ—নানাবিধ লতা—নানাবিধ গুল্ম। কোথায় বা একটু ফাক—কোথায় বা নিবিড় জঙ্গল। কোন স্থান পাহাড়ের উপর বলিয়া উচ্চ—কোন স্থান তাহার অভাবে নিম্ন কোন স্থানে প্রস্রবণ—কোন স্থানে সরোবর—কোন স্থানে ঝরণার জল "ঝর্ ঝর্" করিয়া নীচে পড়িতেছে। তাহার কয়েকটী প্রবাহ একত্র হইয়া প্রবলবেগে যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে ?—সমুদ্রে যাইতেছে—অবিরাম যাইতেছে। ইহার সহিত আরও ঝরণার দুই চারিটী প্রবাহ মিশিতেছে—আরও বেগ হইতেছে—আরও গভীর হইতেছে—আরও বেশী "কল্

কল্ ” করিতেছে। কখন কখন পাক পড়িতেছে—ঘুরিতেছে আবার তাহা মিশিতেছে—আবার হইতেছে—আবার যাইতেছে। এইরূপ কত দেখিতেছেন—আবার তাহা ছাড়িয়া যাইতেছেন। ক্রমেই সূর্য্য তীব্রবেগে কিরণ দিতেছেন। প্রথমে অধিক ক্লেশ হইল না; কিন্তু সর্ব্বশেষে শরীর উত্তপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যতেজে বৃক্ষপত্র আড়াইয়া পড়িতেছে—শুষ্কপ্রায় হইতেছে। পক্ষিগণ কলরব করিতেছে—পিপাসায় কলরব করিতেছে। হিংস্রক পশুগণ ঘোরতর চীৎকার করিতেছে। সেই যুবকের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। পিপাসা লাগিল—স্নান করিবার স্পৃহা হইল—ক্ষুধা লাগিল। এক্ষণে কিরণ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেগে আসিতেছে—আরও পিপাসা বাড়িতেছে—আরও শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে—আরও ক্ষুধা বাড়িতেছে। প্রাণ যায়—আবার চিন্তা—সেই অলৌকিক চিন্তা—সেই কল্পনাতীত চিন্তা !! ক্রমে গ্রন্থি সকল শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

পাঠক ! চিন্তার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা—কি

অচিন্তনীয় শক্তি !! মনুষ্য মাত্রেই ইহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপাধীন ! জগতে এমন কেহ নাই, যে, ইহার অধিকার মধ্যে তাহার বসতি নহে এবং ইহার দুঃসহ-দণ্ড তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। দেবাদি-দেব মহাদেব, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামচন্দ্র, গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, দেবাধিপতি ইন্দ্রদেব, কেহই ইহার অসীম রাজ্যভুক্ত নহে বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবেন না। ইহার রাজ্য অসীম—প্রতাপ অখণ্ডনীয় !! যাহার প্রতি ইহার একটু বিশেষ দৃষ্টি পড়ে, তিনি প্রায় জীবন্মৃত স্বরূপ। তাহাকে আর অন্য ভার গ্রহণ করিতে হয় না। ক্রমে ক্রমে তিনি মনুষ্য সংজ্ঞার অবাচ্য হইয়া উঠেন এবং সংসারাস্বাদ বিষবৎ বোধ হয়। অবশেষে করাল কবলে অকালে পতিত হন। চিন্তার এমনি আশ্চর্য্য প্রভাব—এমনি আশ্চর্য্য শক্তি—এমনি আশ্চর্য্য মহিমা !!! মনে ধারণা করিতেও মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইয়া যায় !পাঠক্ ! এই ধরাসনে যে ব্যক্তিটি পড়িয়াছে—ইনি কে ?—বোধ হয় জাননা, পরিচয় দিতেছি—ইনি একজন চিন্তারাজের প্রজা ! চিন্তারাজ ইহাঁর এ দুর্দ্দশা

করিয়াছেন। ইনি, প্রভাত সময় অন্যমনস্ক ভাবে গৃহ হইতে বাহির হয়েন—বিচলিত চিত্ত হইয়া বাহির হয়েন! এক কি দেড় ক্রোশ পরিমাণে আসিয়াই মূর্চ্ছিত হন। অতিশয় গভীরা চিন্তায় নিমজ্জিত ছিলেন ;তজ্জন্য শরীরস্থ শিরা, ধমনী এবং কৈশিকা প্রভৃতি স্নায়ুরাশি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়—গ্রন্থিচয় বিযুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং সম্মুখস্থ তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিলেন। ক্রমেই দীর্ঘ নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত হইল—অর্দ্ধমুদ্রিত নয়ন নিমিলিত হইল। চেতনার লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হইতে লাগিল। প্রবলবেগে "অচৈতন্য" শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল! মূর্চ্ছিত হইলেন!—আশ্চর্য্য চিন্তা প্রভাব!

৩ য় স্তবক।

কাছাড়——মিলনে। অধিত্যকা।

"——জুড়ায় কান, শুনি বহু দিনে
পিক কুল কলরব, জনরব সহ—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ সলিলে।"

মাইকেল।

১ ম-ব্যক্তি। কর্ত্তাজি কৈ ?

২ য়-ব্যক্তি। অন্বেষণে।

১ ম-ব্যক্তি। কার ?

২ য়-ব্যক্তি। জাননা কি ? সতীশের।

১ ম-ব্যক্তি। সতীশের ? কেন সে কোথায় ?

২ য়-ব্যক্তি। কোথায় ! জান্‌লে আর এত গোল-যোগ হবে কেন ? তুমি আর গ্রামে থাক না ?

১ ম-ব্যক্তি। পালিয়েছে না কি ?

২ য়-ব্যক্তি। হাঁ, হাঁ, প্রাতে গিয়াছে। কর্ত্তাজিও খুঁজ্‌তে গেছেন।

১ ম-ব্যক্তি। ও না মড়ার মতন ! যাবে কোথায় ?

২ য় ব্যক্তি। চল, আমারও একটু এগুই না কেন ?

১ ম-ব্যক্তি। চল ; জঙ্গলের দিকে যাই।

উভয়েই ধীরে ধীরে চলিলেন। কোথায় চলিলেন ?—জঙ্গলের দিকে। যতই যাইতেছেন, কোথায়ও লক্ষিত পদার্থ প্রাপ্ত হয়েন না। ইতি-মধ্যে অকস্মাৎ দেখিলেন—অদূরে দুই জন সন্ন্যাসী দেখিলেন। অমনি স্থগিত থাকিয়া নিকটে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগি-

লেন। সন্ন্যাসীদ্বয় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কর্ত্তাজিও আসিতেছেন দেখিতে পাইলেন। অমনি ইহাঁরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁকে পেয়েছেন ?" গৃহস্বামী,—"না পাই নাই" বলিয়া উত্তর প্রদান করিলেন।

১ ম-ব্যক্তি। তবে এ দিকে গিছলেন কেন ?

গৃ-স্বামী। আগেত আর জানিনা যে, এ দিক যাওয়া নিরর্থক হবে। তা হলে যেতেম না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সতীশ কোথায় ? তাকে না দেখে যে আমার মন একবারে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সে যে মৃতপ্রায় বল্লেই হয়, কোথায় ঘু'রে প'ড়ে ম'রে যাবে, তার ঠিক কি ? আচ্ছা গোপাল কৈ ?

১ ম-ব্যক্তি। তিনি গিয়েছেন, অনেক্ষণ যাবৎ।

২ য়-ব্যক্তি। কেথায় ?

১ ম-ব্যক্তি। কর্ত্তা এ দিকে এলেই, ছোট কর্ত্তা তার খানিক পরেই বেরিয়েছেন।

গৃ-স্বামী। সতীশকে পাওয়াও যে ভয়ানক কঠিন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

১ ম-সন্ন্যাসী। (শশব্যস্তে) সতীশ আছে নাকি ? সতীশ নাম শুনেই যে শরীর শিহরিয়া ওঠে!

২ য়-সন্ন্যাসী। (১ ম সন্ন্যাসীর প্রতি) তুমি পাগল হলে নাকি ? সতীশ নামে কি আর মানুষ নেই ? নাম শুনেই যে চমকিলে ?

১ ম-সন্ন্যাসী। ভাই! ঐ তিন অক্ষর আমার জপমালা স্বরূপ। সুতরাং আমার বক্তব্য শব্দ অন্যের মুখ থেকে বেরুলে, আমি ভাই, চমৎকৃত

গৃ-স্বামী। সেকি মশায় ? মোক্ষদা কি আপনার নাম ? তবেই হ'য়েছে। আর অধিক ক্ষণ বিচ্ছেদ রূপ অনলে দগ্ধ হতে হবে না। যাঁকে আপনারা খুঁজছেন, তাঁকেই আমারা ও খুঁজ্‌ছি। তিনি বেঁচেই আছেন। আ'জই ভোরের সময় ঘর থেকে বেড়িয়ে, এই বনের ধারে এয়ে-

ছেন। পাওয়া যাবে এখন। তিনি ও
সদা সর্ব্বদা ” হা বন্ধো অপঘাতে—”
কখন কখন ” হা আশৈশব বন্ধো ! হা !
আশ্রয় দাতা মহারাজ জ্ঞানদা মোহন !
হা ! যুবরাজ মোক্ষদা মোহন ! তোমরা
কোথায় ? আমি কোথায় ? ” এই সব
বল্‌তে থাকেন আর কান্দেন।

এতদিন পরে অদ্য অকস্মাৎ সন্ন্যাসিদ্বয় সতী-
শের নাম শুনে পাছে পাছে যাইতে লাগিলেন—
আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া যাইতে লাগিলেন।
অকস্মাৎ এরূপ স্থলে এরূপ লোকের মুখে এরূপ
কথা শুনিবেন, মনে ও কল্পনা করেন নাই। স্বপ্নে ও
ভাবেন নাই। এমন কি ভুল ভ্রান্তিতে ও মূহূর্ত্তের
জন্য হৃদয়ে স্থান পায় নাই। যে দিকে তাঁহারা
দৃষ্টিপাত করেন, সেইদিকে যেন প্রকৃতি আনন্দে
নাচিয়া উঠিতেছে। সেই দিকই যেন পূর্ণ পূর্ণ
বলিয়া বোধ হইতেছে। এতদিন যেন প্রকৃতির কি
একটী অভাব ছিল ; আ'জ তাই পেয়েছে। বৃক্ষের
শ্যামলতা, সুস্নিগ্ধ সমীরণ—নৈশ কি মলয়ানিল—
উজ্জ্বল চন্দ্রিমা—বিকসিত কমল—প্রস্রবন—

পর্ব্বত—গহ্বর—প্রান্তর—নদী সকলই যেন এত দিন অপূর্ণ ছিল ; কাহারও যেন সেশ্রী—সে মধুরতা—সে সুদৃশ্যতা ছিল না। আ'জ যেন সকলেরই অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। " একি এখানে প'ড়ে কেন " শশব্যস্তে গৃহস্বামী এইকথা বলিলে, সকলেই দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন,—সতীশ্ মূর্চ্ছাপন্ন —ধরাসনে শয়িত !! পার্শ্বে সেই গোপাল ব্যস্ততা সহকারে মস্তকে জল সেচন করিতেছেন। সকলে অবাক—মুখে বাক্য নাই। সকলেই নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ! চক্ষুঃস্থির। মনে নানারূপ অশুভ তর্ক বিতর্ক—নানারূপ দুশ্চিন্তা ! সকলেই অগ্রসর হইলেন।

গৃহস্বামী বলিলেন,—" গোপাল কখন ? "

আবার বলিলেন,—" এ আবার কি ? "

গোপাল। এ এক নূতন বিপদ। জঙ্গলের ভিতর খুজ্তে খুজ্তে দেখি, এখানে পড়ে আছেন। দেখেই চম্কে উঠ্লাম। কি করি, আর কেউ নেই। অমনি তাড়াতাড়ি গে ঐ ঝরণার জল এনে মাথায়

দিলেম। আর ব'সে ব'সে বাতাস কচ্ছি। কিছুতেই চৈতন্য নাই। আমি একা, সুতরাং ভেবে আকুল হ'য়েছি। এখানেই বা কে থাকে? তোমাকেই বা কে খবর দেয়?

২য় সন্ন্যা। ভাই সতীশ। এই নির্জ্জন প্রদেশ তোমার আবাস-ভূমি? এই সব সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্রক পশু তোমার সহায়? এই বন্য লতা পাতা তোমার সুখ শয্যা? এই বন্য ফল তোমার আহার্য্য! ভাই! যাকে দাস দাসীতে স্নান করাইত, শিশির-বিন্দু তাহারই স্নান-বারি? সুরম্য হর্ম্ম্য যার আবাস মন্দির, তৃণক্ষেত্র—ধরাসন তাহার শয়ন-স্থান? গাত্রে একটু ঘর্ম্মবিন্দু দেখ্‌লে, পরিচারকে যারে ব্যজন ক'র্ত্ত, সমীরণ তাহারি বীজনকারী? কি আশ্চর্য্য! "ফলং কর্ম্মায়ত্তম্" তোমার ভাগ্যে যে এত ক্লেশ সহ্য ক'র্ত্তে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। (রোদন)

১ম-সন্ন্যা। একটু শান্ত হও। মিছে কেন কাঁদ্‌ছ,

আর পরিতাপ কর্‌চ? কার্‌ কাছে বল?

২ য়-সন্ন্যা। (সরোদনে) এখন চেতন কর্‌বার উপায় কি ভাই? আমি যে হতবুদ্ধি হইয়াছি।

১ ম-সন্ন্যা। তুমি একটু স্থির হও। চেতন কচ্ছি দেখ্‌তে পাবে এখন! ভাই! তুমি এক কাজ কর। পার্ব্বে ত?

(কানে কানে কথা)

২ য় সন্ন্যাসী সেই উপদেশানুযায়ী গুটীকত পত্র আনিয়া হস্তে মর্দ্দন পূর্ব্বক নাসিকাগ্রে ধরিলেন। আর একটু রস মাথায় দিবার জন্য ১ ম সন্ন্যাসীকে ইঙ্গিত করিলেন। সুতরাং তিনি দুই খণ্ড ভগ্ন প্রস্তর আনিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ছেঁচিতে লাগিলেন ও এই গীতটী গাইতে আরম্ভ করিলেন,—

খাম্বাজ—জৎ।

কেন কেন এ বিপিনে হয়েছ শয়ান্?
হয়েছ শয়ান আহা হয়েছ শয়ান্!
কোথা আহা পিতা মাতা একিরে বিধান্?
বিধি, একিরে বিধান্?

বদনে মোক্ষদা নাম, জপিতে হে অবিশ্রাম,
বিধি বুঝি বাম, এবে, বিধি বুঝি বাম, হয়েছ
অজ্ঞান; তাই, হয়েছ অজ্ঞান্।
কুতূহলে তব সনে, থাকিতাম স্ব ভবনে,
একা থাকি বনে, শুধু, একা থাকি বনে, ইচ্ছায়
প্রয়াণ; করি, ইচ্ছায় প্রয়াণ।
উঠ! করি আলিঙ্গন, ঘুচুক মনবেদন,
ক্লেশ অদর্শন, যত, ক্লেশ অদর্শন, নাশিব মহান্!
আজ, নাশিব মহান্!

পুনঃ পুনঃ এই গানটী ১ম সন্ন্যাসী গাইতে লাগিলেন, আর সেই মর্দ্দিত পত্র-রস মাথায় দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে "আজ আমায় কে মোক্ষদার নাম শুনালে? এমন সময় কার্ মুখ থেকে এ সুমধুর শব্দ বেরুল?" ঐ অবস্থাতেই সতীশ বলিলেন—দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন।

১ম-সন্ন্যা। ভাই! আমি—মোক্ষদা উপস্থিত!

সতীশ। এমন কি হবে? হা জগদীশ্!

(চক্ষুরুন্মীলন)।

তৃতীয়—পরিচ্ছেদ।

১ ম স্তবক।

গৌড়——মনস্তাপে। মন্ত্রি ভবনে।

"শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষঃ।
আজু হাম দেয়ওব তোঁহে উপদেশ॥"

বিদ্যাপতি।

আদ্যনাথ। আমি কি মিথ্যে বল্‌ছি?

আদ্য-স্ত্রী। ও মা! কি সাংঘাতিক কথা! শুনে যে গা কাঁটা দে উঠ্‌লো।

আদ্য। আহা! এমন রাজা আর পাব না। মহারাজ জ্ঞানদা মোহনের নাম মনে উঠ্‌লে জ্ঞানশূন্য হয়ে থাক্তে হয়।

আদ্য-স্ত্রী। কেন?

আদ্য। তোমরা হচ্ছ স্ত্রীলোক; ঘরে থেকে ত এক পা বেরোন নাই। জানবে কি সে, বল দেখি, আহা! মহারাজ যেন প্রজারঞ্জনে দাশরথির ন্যায়—ধর্ম্মে যুধি-ষ্ঠিরের ন্যায়—বাহুবলে ভৃগুরামের ন্যায়—পরাক্রমে ভীমের ন্যায় সাহসী, ছিলেন। অধিক কি, বাক বিতণ্ডায়

গোপালভাঁড়—বিদ্যায় কালিদাস—শাসনে রাবণ—কৌশলে অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিক না বলি, সমান বল্লে অত্যুক্তি হয় না। আরও প্রতিজ্ঞায় দশরথ—বিতরণে কর্ণ—সূর্য্য কিরণের ন্যায় দিগ্ দিগন্ত ব্যাপী সুযশঃ, নরগণ অম্লান বদনে কীর্ত্তন কর্ত্ত। ন্যায়ের ন্যায় দণ্ড স্বরূপ বিরাজিত। ইনি সত্য-বাদী অথচ প্রিয়ম্বদ—দাতা অথচ মিত-ব্যয়ী—চতুর অথচ সারল্য বিশিষ্ট—ধার্ম্মিক অথচ ন্যায়পরায়ণ। সঙ্গীত শাস্ত্রে পটুতা দেখ্‌লে, তুমি যে স্ত্রীলোক, তাও মোহিত হয়ে সঙ্গীত-বিশারদ গন্ধর্ব্ব লোক বলিয়া মা'নবে। রূপেও তাই। নিজে বুদ্ধিমান অথচ মন্ত্রির বাক্যে অবহেলন কিম্বা শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। বিদ্বান অথচ পণ্ডিতের বাক্যে উপেক্ষা করিতেন না। আহা! এমন রাজা বিশেষতঃ মনিব পেয়ে হারান কি সাধারণ ক্ষোভের

কথা ! এচ্চেয়ে মনস্তাপই বা আর কি হতে পারে? (দীর্ঘ নিশ্বাস) বড়ই শোচনীয় ঘটনা !

আদ্য-স্ত্রী। এ ঘটনাটী কবে হয়ে গেছে ?

আদ্য। অধিক দিন নয়, গত রাত্রে।

আদ্য-স্ত্রী। রাত্রিতে ? ভাল, লোক জন ছিল না ?

আদ্য। ছিল ; শোন না আগে ? তার পর যত হয় ব'ল !

আদ্য-স্ত্রী। আমি আর ব'লতে চাই না। তুমি এখন বল !

আদ্য। কাল রাত্রে মহারাজ শুয়ে ছিলেন, গ্রীষ্মের রাত্রি কি না ? জানালা টানালা প্রায়ই খোলা থাকে। নিশি রাত্রির সময় কতকগুলো অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখ্‌তে পেলেন। দেখেই, ভূত ভূত করে মাহিষীর সঙ্গে বিবাদ হ'ল। যা হ'ক, তাড়াতাড়ি করে আর লোক জন সঙ্গে নিলেন না। অম্নি রান্নাবাড়ীর পেছনের খিড়কি দে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

আদ্য-স্ত্রী। কেন? মহিষী গেলেন না?

আদ্য। তা কি আর পারেন? মহারাজের মুখের কাছে এগোয় কে? তাঁহার ব্যস্ততা দেখে মহিষী আর উত্তর করবারই সাবকাশ পান নেই।

আদ্য-স্ত্রী। তার পর?

আদ্য। তার পর আর কি, খানিক পরেই অন্তঃপুর মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। কান্নার রব শুন্‌তে পেয়ে অমনি সঙ্গীত শালা হতে বেরুলেম। অন্তঃপুরে গে জিজ্ঞাসা কল্লেম। রাণী বল্লেন, "মহারাজ ভূত ভূত করে প্রায় এক প্রহর হল জেদ করে বাইরে গেছেন এপর্য্যন্ত আস্‌ছেন না। তবে না জানি আমার অদৃষ্টে কি আছে?" অমনি বাইরে গে দেখি যে হাজার হাজার সৈন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করছে। হুকুমের অপেক্ষায় নাই। তত্রাচ বিশ্বস্ত কয়েক জন লোক পাঠা-

লেম্। বলে দিলেম,— " যে খুঁজে ঠিকানা করে আস্তে পার্ব্বে, তারে ৫০০ টাকা বকসীস দেব। " বলতেই একজন হতে এক শ জন ছুটলো। আমি যুবরাজ মোক্ষদা আর সতীশকে ঐ খবরটা দিবার জন্য বিদ্যামন্দিরে গেলেম।

আদ্য-স্ত্রী। কেন ? যুবরাজ কি বাড়িতে থাকেন না ?

আদ্য। না ; লেখা পড়া শিখিবার জন্য যুবরাজ আর শতীশ একটী স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকেন।

আদ্য-স্ত্রী। সতীশ টা কে ?

আদ্য। ঐ যে অনেক দিন হল একটী বালক এসেছিল। কোথা হতে পালিয়ে বুঝি এসেছিল ! সে সর্ব্বদা যুবরাজের সহিত একত্রে লেখা পড়া কর্ত্ত ; আহা ! সতীশের চরিত্রটী যে তা আর তোমায় কি বলব ?

আদ্য-স্ত্রী। তা আমি শুনেছি, সে নাকি খুব

ভাল ? আর তার সঙ্গে যুবরাজের বেশ প্রণয় আছে। মধ্যে মধ্যে আমাদের গ্রামের বাগানে আসিবার সময় যুবরাজের সঙ্গে যে ছোকরা আইসে, তারই নাম সতীশ তো ?

আদ্য। হাঁ, তারই নাম সতীশ্। ওঁদের দুই জনের ন্যায় প্রণয়, সম্প্রতি ত আমি আর দেখতে পাই না। অল্প দিনের মধ্যেই এমন প্রণয় জন্মে-ছিল যে, মুহূর্ত্তের জন্যও এক জন অন্যের অন্তরাল জনিত বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতেন না। বায়ুর অভাবে প্রাণ কিম্বা স্নেহের অভাবে প্রদীপ যেমন ক্ষণস্থায়ী, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষাও তাঁহাদের এক জনের বিরহে অন্য জন অল্পক্ষণ স্থায়ী। দুই জনে একত্রে শয়ন, ভোজন, উপবেশন, ভ্রমণ, বিদ্যা-শিক্ষাদি করিতেন। যেমন দুগ্ধে উত্তাপ প্রদান করিলে, অগ্রেই

নীরের বিনাশ হয়, ক্ষীর বন্ধু বিচ্ছেদজনিত শোকে অধীর হয়ে অনলে নিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি এঁদের মধ্যেও যদি কেউ কোথাও যান, তবে অন্যে উন্মাদ প্রায় হ'য়ে তাঁর অন্বেষণ করতেন। উভয়ের স্মৃতি, অধ্যবসায় ও আন্তরিক স্পৃহা থাকায়, লেখা পড়াও দিব্য শিখেছিলেন।

আদ্য-স্ত্রী। ও সব্ ছেড়ে দাও, ঐ কথার কি হল ?

আদ্য। তার পর, বিদ্যামন্দিরে গেলেম্। ঘুমে থেকে চৈতন্য করিয়ে সব বল্লেম। তাঁহারা অবাক হলেন। শেষে সকলেই একত্র হ'য়ে অন্তঃপুরে গেলেম্।

আদ্য-স্ত্রী। আহারের সময় যে বলছিলে "এ ঘটনা কাছাড়ের রাজার দুরভিসন্ধি! অনেক দিনের ষড়যন্ত্র আজ ফলে পরিণত করেছে।" তা তুমি জান্‌লে কিসে ?

আদ্য। কাছাড়ের এক জন লোক সেই রাত্রেই ধরা পড়েছে!

আদ্য-স্ত্রী। (শশব্যস্ত) কিরূপে, কিরূপে?

আদ্য। প্রতিরাত্রেই আমাকে ছদ্মবেশে ঘুরতে হয়। সেদিনও রাত্রিতে—ঐ ঘটনার অনেক পূর্ব্বে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে এক জন পাহারাওয়ালা একটী লোককে ধরে নে এলো! নিয়মানুসারে সে দিন তাহাকে কারাগৃহে থাক্তে হল। খানিক পরেই এই ঘটনা! সে দিন ত ব্যস্ত সমস্ত ভাবেই গেল। পর দিন সেই লোকটির বিচার কর্ত্তে বসেছি, এমন সময় সেই পাহারাওয়ালা এক খান চিঠি আমাকে দিল, আরও বল্লে,—"এই চিঠি এই ব্যক্তির হাতে ছিল।" পড়েই বুঝলেম, জাল চিঠি! অনেক তর্জ্জন গর্জ্জনে ও প্রহারে দুরভিসন্ধিপ্রকাশ করায়, যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেম।

আদ্য-স্ত্রী। যুবরাজ বুঝি এই লোকের কথা জানেন না ?

আদ্য। কেমন করে জানবেন ? রাত্রিতেই যে তাঁরা খুঁজতে বেরিয়েছেন !

আদ্য-স্ত্রী। তোমারও যাওয়া ভাল ছিল।

আদ্য। আমি গেলে আরও সর্ব্বনাশ ! এই দেখ এত যে নিকট তত্রাচ, প্রায় ২ মাসের মধ্যে এই বাড়ী এয়েছি। উর্দ্ধ সংখ্যা ১ এক কি দেড় প্রহর আছি। আব্বার এখনি যেতে হবে। এদিকে তোমাদের সাবধানের জন্য বাড়িতে এলেম ; কিন্তু ওদিকে কি হল ভেবে আকুল হয়েছি।

আদ্য-স্ত্রী। ভাল, যখন টের পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই কাছাড়রাজ এই দুর্ঘটনা কল্লে ; তখন ত, যুবরাজ আর সতী-শ্‌কে ফিরান আবশ্যক ছিল।

আদ্য। লোক ত গেছে।

আদ্য-স্ত্রী। আমি একবার রাণীমার কাছে যাব।

আদ্য। কবে ?

আদ্য-স্ত্রী। কাল্।

আদ্য। তায় ক্ষতি কি? মনিবের বাড়ীতে—
তায় আবার এই শোচনীয় ঘটনা!
—অবশ্য যাবে।

২ য়—স্তবক।

গৌড়—বিরহে। রাজান্তঃপুরে।

" শুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী;
তমোবাসে তনু ঢাকি বিরহিনী,
নীহারাশ্রু জল, বর্ষে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল;
* * * * দশা সেরূপ তব,
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব;
বিরহ বিকারে, আছ এ সংসারে,—
জীয়ন্তে শব!

মিত্রবিলাপ।

পাঠক! রাজমহিষী এই দুর্ঘটনায় সহকার-ভ্রষ্ট লতিকার ন্যায়—সঙ্গীভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় হইয়াছিলেন। অধিক কি, তাঁহার প্রত্যেক বারের মূর্চ্ছা বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় দেখা

যাইত। দিবারাত্রি কেবল "হা রাজন্ হা রাজন!" বলে চীৎকার করিতেন। কখন দণ্ডায়-মান কখন শয়ন করিতেছেন।" আবার বসিতে-ছেন—আবার উঠিতেছেন—আবার মূর্চ্ছা—আবার চেতন—আবার বিলাপ। বিলাপ—দীর্ঘ-নিশ্বাস—ক্রন্দন। শরীরে ধূলি স্পর্শ করিলে যিনি অমনি জলসেচন দ্বারা তাহা প্রক্ষালন করিতেন; তিনি এক্ষণে রাশি রাশি ধূলির মধ্যে শরীর বিলু-ণ্ঠিত করিতেছেন। যিনি অন্যকে রোদন করিতে দেখিয়া শতহস্তে তাহার অশ্রুবারি মুছাইতেন; তিনি এক্ষণে সাশ্রুবারি দ্বারা ধূলিকে কর্দ্দমবৎ করিতেছেন। যিনি ক্রন্দন করা ন্যায়বিরুদ্ধ অর্থাৎ শারীরিক ক্ষতি বলিয়া অন্যকে উপদেশ দিতেন; তিনি এক্ষণে ক্রন্দন দ্বারা অন্তঃপুর কোলাহলময় করিয়া তুলিয়াছেন। যিনি বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন সৎবিবেচনার কর্ম্ম বলিতেন, তিনি এক্ষণে বিবেচনা করা দূরে থাকুক শোকাবেগ সংবরণে অসমর্থা হইয়া-ছেন। ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করুন, মহিষী মূর্চ্ছার পর উঠিয়া যে বিলাপ করিতেছেন,একবার শুনিয়া

তাঁহার শোকভার গ্রহণ করুন।

মহিষী। (সরোদনে) হায় কি হ'লো? প্রাণ যে যায়! আর বাঁচিনে—আর বাঁচিনে। হায়! হায়! কি কল্লেম? কেন আমি যেতে দিলেম? যা'বার সময় কেন ধ'রলেম না? আহা! আমার কি কুবুদ্ধি ঘ'টেছিল? কেন উ'ঠলেম না? কেন ধ'রলেম না? কেন যেতে মানা কল্লেম না? আরও ব্যঙ্গ কল্লেম। আমি সত্য সত্য মানা কল্লে কি যেতেন? কখনই না। কোন রকমেই না। কোন দিন কথা অবহেলা করেন নি, আ'জ কি কর্ত্তেন? কখনই না। না হয় পায়ে ধ'রতেম—পায়ের উপর গড়িয়ে প'ড়তেম—চুল দে পা বাঁ'ধতেম—কখনই যেতে দিতেম না। না হয় লোকজন পাঠা'তেম—চুপি চুপিই বা পাঠাইতেম। কি আমিই বা যেতেম—রাত্রিতেই? তায় দোষ

কি? কেন কল্লেম না? (পতনোন্মুখ)

সঙ্গিনী। ও মা! একি? দিদি স্থির হ'ন।

(আদ্য নাথের স্ত্রীর প্রবেশ)

মহিষী। (আদ্য-স্ত্রীর প্রতি) বন্! আমার যে কপাল ভাঙলো। (কালী উদ্দেশে) মা কালী! তোমার মনে এই ছিলো? আমার বৈধব্য-দশা দেখবার জন্যে মা! এতদিন কি তোমার পূজা দিলেম? এত ভক্তি কল্লেম? মা! তোমাকে না অন্তরের সহিত ভক্তি করতেম। হায়! হায়! দেব দেবীর পূজাও বৃথা! কেন এত বিপদ কল্লে মা? তোমাকে ৭ পাঁঠা দেব—পূজা দিব—সোনার প্রতিমা করে পূজা দিব। আমার বিপদ খণ্ডাও মা! দোহাই মা! চোক্ মেলে তাকাও মা! (শিরে করাঘাত) অহো! তোর কি কিছুই ক্ষমতা নেই? কিছুই কি উপকার কর্ত্তে পারিস না? (রোদন)

হায়! হায়! এত দিন আনন্দ কালী ছিলে যে, এখন কি সংহার কালী হলে? আঃ! প্রাণ যে বাঁচে না! কি করি! কোথায় যাই! হায়! হায়! দুধ দে কালসাপ—
(মূৰ্চ্ছা)

সঙ্গিনী। (পরিচা-প্রতি) জল জল পরিষ্কার জল।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

সঙ্গিনী। (উচ্চৈঃস্বরে) কিছু তৈল আর একখান পাখা; শীগ্‌গির।

আদ্য-স্ত্রী। (স্বীয় অঞ্চল দ্বারা ব্যজন) আজ কর্ত্তার মুখে এইরূপ সাংঘাতিক কথা শুনে, আমি আর ছিলেম না। অমনি দৌড়া দৌড়ি ছুটলেম। কি সাংঘাতিক বন!

সঙ্গিনী। ঐ যে কথায় বলে "ডেকে শত্রু পয়দা করা" এও তাই।

আদ্য-স্ত্রী। তাই ত, নইলে নিশি রেতে রাজা একা যাবেন কেন?

সঙ্গিনী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ আর যুবরাজ ও যে ফিরলেন না?

আদ্য-স্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তাইত, মোক্ষদার মুখ দেখেও ত একটু ঠাণ্ডা হতে পার্ত্তেন। বিপদ আসতে আরম্ভ হলে চার দিক থেকেই আসতে আরম্ভ করে। আর দেখ ত কেমন সময়ের ফের! কোথাকার একটী ছেলে এসে এখানে প'ড়তে ছিল, বিধাতার পাকে আর গ্রহের চক্রে তাকে ও বনে যেতে হয়েছে!

সঙ্গিনী। হাঁ সতীশের! সব গ্রহ দোষ!

(পরিচা-প্রবেশ)

পরিচারিকা। (হস্তে প্রদান) এই নেন।

সঙ্গিনী। (তৈলজল মিশ্রিত করিয়া মস্তকে ম্রক্ষণ) দিদি! ও দিদি! দিদি! ও ঠ ত, ও দিদি! চোক মেলাও, আমার দিকে তাকাও ত, ও দিদি! (মহিষীর পদাদি সঞ্চালন)

পরি। মা! ওমা! ওঠেন্। স্থির হন্। (কর্ণের

উপর উচ্চৈঃস্বরে) ওমা! মা! পাগল হলেন নাকি?

মহিষী। (চৈতন্য লাভ—চক্ষুরুন্মীলন) আঃ! পাগল! হাঁ তাই ত, আমি যে পাগল হলেম। পাগলের বাকী কি? এতেও যদি না হই, তবে আর কিসে আমায় পাগল কর্ব্বে? (সরোদনে) হায়! আমার কি হ'লো! এখনও বেঁচে আছি? এখনও প্রাণ যায় নি? এখনও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি? (চিন্তার পর) রে! পাপ হৃদয়! রে! পাষাণ হৃদয়! রে! পোড়া হৃদয়! তোর কি লজ্জা হয় না? এত যন্ত্রণা ভোগ কত্তে কবে শিখেছ? কে তেমায় শিক্ষা দিয়েছে? হৃদয়! এখনও বিগলিত হওনি? এখনও বিদীর্ণ হলে না? রে! পোড়া কপাল! তোতে কি এই লেখা ছিল? আহা! কেন আগে বলিস্‌নি? কপালে আগুণ দিতেম—আগুণ জ্বালিয়ে দিতেম্‌। জলে ডুবে মর'তাম্‌ কি আগুণেই বা পোড়্‌তাম্‌। না হয় গলায় ফাঁস দিতাম্‌।

এ প্রাণ রা'খতেম্ না, কখনই না, কখ-
নই না ; হায় ! হায় ! আমার কি কপালে
এই ছিলো ? স্বপ্নেও ভাবিনেই—মনেও
স্থান দেই নেই । হায় ! আমার বৈধ-
ব্যতা——(মূর্চ্ছা)

---

৩ য় স্তবক।

গৌড়——সখি সঙ্গে। নদীতটে।

" অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা
তনু রুচি ভূবনে মোহন ॥ "

কবিকঙ্কন।

বিদ্যুল্লতা নাম্নী আদ্যনাথের একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা ব্যতীত তাঁহার আর সন্তান সন্ততি ছিল না ; সুতরাং একমাত্র কন্যাই তাঁহার নিকট অন্ধের যষ্ঠী, চক্ষের মণি, সেনা-পতির অশ্ব, ব্যাঘ্রের নখরবৎ আদরের সামগ্রী জ্ঞান হইত। ক্ষণেকের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইলে, পৃথিবী শূন্যময়—জগৎ অন্ধকারময়

ভাবিতেন। তাই বলিয়া কি অন্তরাল হইতেন না? হইতেন—এমন কি, কার্য্যানুরোধে প্রায় অন্তরালেই থাকিতে হইত। সে অন্তরালে চক্ষু পরাস্ত হইত; কিন্তু অনুভব শক্তির প্রভাবে কল্পনা পরাস্ত হইত না। তিনি কন্যাকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু পাঠকগণ! ক্ষমা করিবেন। রূপ বর্ণনা করিতে পারিলাম না। যদি ফটোগ্রাফ থাকিত, তাহা হইলে রূপ বর্ণনার চূড়ান্ত করিতাম। অথবা চিত্র বিদ্যা থাকিলেও সেই আগুল্ফ-লম্বিত-কুঞ্চিত-কেশদাম, সেই সুব-ঙ্কিম কজ্জলের রেখা সদৃশ ভ্রুযুগল, সেই পদ্ম-দল সদৃশ ঈষৎ বিস্ফারিত লজ্জাপূর্ণ নয়নদ্বয় লিখিতাম। কিন্তু সেই নয়নের কটাক্ষপাৎ দেখাইবার উপায় কি? তাহা ত কাগজে লিখিয়া দেখান যায় না; কেশ রাশি অঙ্কিত করিতাম বটে, কিন্তু যখন এলোকেশে মন্থর গমনে যাইত, তখন সেই কেশের যেরূপ শোভা হইত ও প্রবাহ লহরীর ন্যায় যেরূপ নাচিত, এবং ঈষৎ সমীরণে আংশিক কেশ জাল যেরূপ কতক উড়িত, কতক

স্কন্ধের উপরও কতক বক্ষেতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে বিরক্ত হইয়া যেরূপ মুখভঙ্গি করিত, তাহা কিরূপে কাগজে লিখিব? কম্বুগ্রীব সদৃশ তার গ্রীবা অঙ্কিত করিতাম! হাত, পা, চোক, কান সমস্তই হইল। এখন কিরূপ রং করিয়া শারীরিক বর্ণ দেখাইব? পাঠক! বড় বিপদে পড়িয়াছি। কেহ কেহ বলিবেন কাঁচা সোণা, কেহ বলিবেন বিদ্যুতাভা কেহ বলিবেন চম্পকবর্ণ, কেহ বলিবেন সিন্দুরের ন্যায় ইহার একটীও আমার মনোমত হইল না। যেহেতু এসকল রঙের মানুষ কি আমাদের দেশে আছে? না, কেহ কোন দিন দেখিয়াছেন? কখনই না। তবু রচয়িতার এরূপ লেখা স্বভাবসিদ্ধ। বিদ্যাসুন্দরে,——

"রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কিন্তু তার ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥"

এই ত বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ বর্ণিত আছে। কিন্তু আমি তাহা চাই না। যে হেতু বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ মনুষ্যের অসম্ভব। আমি যেরূপ দেখিতেছি, সেই রূপ বর্ণ মিল করিয়া উপমা স্থলে

সত্য সত্য বলা আমার অসাধ্য। সুতরাং অনৈসর্গিক বর্ণনা করিয়া কেবল মাত্র পাঠকের বিরাগভাজন ও বিদ্যুল্লতাকে অনুচিত রূপে সাজাইয়া তাহাকে মনঃপীড়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য হয় না। তবে কি বিদ্যুল্লতাকে দর্শক সমীপে উপস্থিত করিব না, এবং কি বলিয়াই বা উপস্থিত করিব? তবে এই মাত্র বলি যে, যেরূপ বর্ণ পাঠক অম্লান বদনে প্রশংসা করেন ও যে বর্ণ আপনাদের হৃদয়গ্রাহী ইহার সেই বর্ণ। নতুবা শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত কি অন্য কিছুই নহে।

পাঠকগণ! বিদ্যুৎ বালিকা বয়সে যেরূপে কটিদেশে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইত—যেরূপ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত—ক্রোধ করিলে নয়ন যেরূপ ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া বাঁকাইত—যেরূপ কটাক্ষপাত করিত যেরূপ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিত —যদি একবারের জন্যও তাহা আপনারা দেখি-তেন, তাহা হইলে নয়ন সার্থক করিতে পারি-তেন। কিম্বা যদি আমি তেমন শিল্পী হইতাম, তাহা হইলে দর্শক সমীপে অন্ততঃ একবার উপ-

স্থিত করিতাম। কি করি! ঈশ্বর আমাকে তত-দূর শক্তি প্রদান করেন নাই। মনের আক্ষেপ মনেই থাকিল—মনের ভাব মনেই বিলয় হইল—হৃদপদ্ম আপন আপনি প্রফুল্ল হইয়া আপনা আপ-নিই মুদ্রিত হইল—লৌহ কড়ার দুগ্ধ অগ্নিতাপে উথলিয়া আপনিই থামিয়া গেল।

স্বর্ণলতানাম্নী বিদ্যুল্লতার একজন প্রিয় সঙ্গিনী ছিল। সে সর্ব্বদা প্রিয়সখীর সহিত ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তিনী হইত। তিলার্দ্ধও বিনা কারণে সঙ্গ সুখ ত্যাগ করিত না। প্রত্যহ অপ-রাহ্ণে উভয়ে ত্রিস্রোতার শাখা তটে যাইতেন ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া উভয়ে বিমোহিত হইতেন। অদ্যও উভয়ে ধীরে ধীরে প্রবা-হিনী প্রবাহ সন্দর্শনে চলিলেন। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক শোভা কি তাহার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া আমোদিত হইতেন না। যে হেতু ততদূর চিন্তা শক্তি ছিল না; কেবল মাত্র গুরু-মার নিকট এতৎ বিষয়ে যে যে উপদেশ পাইতেন, তাহাই জ্ঞাত ছিলেন। বিদ্যুল্লতা এই অল্প বয়স হইতেই কিছু কিছু গান গাইতে শিখিয়াছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে নিজে

দুই একটা প্রস্তুত কর্ত্তেও পা'র্‌তেন। কিন্তু তাহা স্বর্ণলতা ব্যতীত আর কেহ জানিত না। যখনকার যা, তা স্বর্ণলতাকে না বলিয়া সুখী হইতেন না। মনে মনে বিদ্যুল্লতা কি গুন গুন্ করিতেছেন? স্বর্ণলতার কাণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। বাতাসের "শন্ শন্" নদীর "কল কল" আর বিদ্যুতের "গুন্ গুন্" এই তিন শব্দ একত্র মিশ্রিত হইতেছে, তাহাতে গুন্ গুন্ শব্দের আরও শ্রী সম্পাদিত হইতেছে—আরও মিষ্ট বোধ হইতেছে—শুনিবার জন্য আরও স্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে—আরও আনন্দ-রসের একশেষ হইতেছে। অন্যের হউক আর না হউক, স্বর্ণলতার মনে আনন্দের একশেষ হইতেছে। যাহার কাণে বিদ্যুতের চীৎকার—বিদ্যুতের ক্রন্দন—বিদ্যুতের ক্রোধবাক্য—ভাল লাগিত—মিষ্টি মিষ্টি বোধ হইত—শুনিবার আরও ইচ্ছা থাকিত—তাহার কাণে কি বিদ্যুতের গান মিষ্টি মিষ্টি লাগিবে না? ইহা ও কি সম্ভব? স্বর্ণলতা আর থাকিতে না পরিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ভাই! এখানে ত এমন আর কেউ

নেই যে, তারে দেখে লজ্জা ক'রছ, একটু বড় ক'রে গাইলেই ত শোনা যায়; তায় ক্ষতি কি ?"

বিদ্যুৎ। (সহাস্যে) ক্ষতি আবার কি ? হাঁ হাঁ, আছেই ত, তাকি জান না ? আমি যদি গান ধরি তা হ'লে ঐ যে নৌকা গুলো দে'খছ, সে সব ডুবে যাবে।

স্বর্ণ। কেন ভাই! গান গাইলে কি নৌকা ডোবে ? তাহ'লে আর পৃথিবীর কেউ গান গাইত না।

বিদ্যুৎ। ডোবে না ? আমি যেই গান ধ'রব, অম্নি নৌকার মাঝিরা মনুষ্যকণ্ঠ-নির্গত অলৌকিক বিকৃত শব্দ শু'নে শশব্যস্তে বহন কার্য্য স্থগিত রাখবে আর অমনি নৌকা গুলা পাকে প'ড়ে টুপ্ করে। (ইঙ্গিত পূর্ব্বক) বুঝ্‌লি ত কি না ?

স্বর্ণ। হ্যাঁ তাই ত, এমন ক'রে অমন ক'রে নিজের নিন্দেটা যেন কর্ত্তে ভুল না। এক রকম ক'রে নিজের ঘাড়ে দোষ ফেলা যার চির অভ্যাস সে তাই ক'রবে।

লোকে যে অমনি কথায় বলে,—“ স্বভাব যায় মলে আর ইল্লদ যায় ধুলে। ”

বিদ্যুৎ। “কিবা হাড়ি কিবা ডোম্, যাতে যার মজে মন। ” তুমি ভাই! আমায় ভাল-বাস কিনা? কাযেই আমার দোষ গুলি তোমার নিকট গুণ ব'লে বোধ হয়। ভাল বাসার এতই প্রভাব বটে! কি আশ্চর্য্য!!

মনে লাগে ভাল যারে, কুৎসিত হইলে পরে,
দিবানিশি ঘুরে ম'রে, ভাল বাসা-জন।
কাল বর্ণ ছেলে হ'লে, অথবা নির্গুণ ব'লে,
তারে কি ভাসা'তে জলে, প্রসূতির মন?
কে কোথা শুনেছে কবে? চকোর মান করিবে,
চাঁদে দেখা নাহি দিবে, নিরখি কলঙ্ক।
ইহলোকে কভু নয়, ভালবাসা পর হয়,
ত্যজে দোষ সমু—

স্বর্ণ। বেশ! বেশ! এযে “ ধান্ ভান্তে মহী-পালের গীত এসে জুটলো ” মন্দ না? আমি বল্লেম গান গাইতে, আরম্ভ কল্লেন উনি কবিতে। ভালই, আচ্ছা ভাই! তা সব যাক একটা গান কর না?

বিদ্যুৎ। আচ্ছা বেশ্ আমি কর্ব্বনা! (মুখে অঞ্চল দিয়া হাস্য) তুমি যখন নিষেধ ক'র্‌ছ, তখন আর গান গাইয়া কি হবে?

স্বর্ণ। বাঃ! আমি কখন্ নিষেধ কল্লেম্?

বিদ্যুৎ। কল্লে না? বল্লে, একটা গান কর না ঐযে "না" করেছ।

স্বর্ণ। ভাই! তোমার সঙ্গে আমি কথায় পা'রব না।

বিদ্যুৎ। আচ্ছা যাক্; তবে আমি, কবিতা বলি।

স্বর্ণ। (উচ্চহাস্যে) কেমন? এখন যাবে কোথায়? তুমি বুঝি "কবিতা-বলী" পুঁথি? এসো পড়ি। (শশব্যস্তে চিবুক ধারণ)

বিদ্যুৎ। গান যে ভাল হয় না।

স্বর্ণ। নাই বা হ'লো; কেউ ত আর ফেরি দেবে না?

বিদ্যুৎ! তোমার সন্তোষই আমার ফেরি স্বরূপ!

স্বর্ণ। তা'হলে এতক্ষণে গাইতে!

বিদ্যুৎ। আচ্ছা বল কোন্‌টা গাইব।

স্বর্ণ। তোমার যা ইচ্ছে।

বিদ্যুৎ। আমার ইচ্ছা ? বেশ ! (গীত গাওয়া)

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

" বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বে লয়ে কোলে। হেরে গণেশ জননীরূপ।———"

স্বর্ণ। (বিদ্যুতের মুখে হস্ত প্রদান) না ভাই ! আমি দাশুরায়ের গান চাই না। ঠিক এই সুরে যে তোমার তৈয়েরি একটি গান ছিল সেইটি গাওনা কেন ?

বিদ্যুৎ। কোন্‌টি ?

স্বর্ণ। কা'ল রাত্রিকার।

বিদ্যুৎ। কা'ল রাত্রে ত ঐ সুরে ৩ টা তৈয়েরি করা হয়।

স্বর্ণ। ঐ যে, " সীমন্তিনী " " টিমন্তিনী " কি কি আছে না ?

বিদ্যুৎ। ওঃ হয়েছে, প্রথম কারটা, যে টা কামিনীর উপর রাগ করে—

স্বর্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটা গাও।

বিদ্যুৎ। আচ্ছা। (গীত গাওয়া)

বিভাষ——ঝাঁপতাল।

সঘন সৌদামনী রূপা শিব সীমন্তিনী।

সাকারা সার্দ্ধশশিভালিনী সহাস্যবদনী ॥
সরস বিকাশোন্মুখী, দৃষ্টে সত্য রাক্ষস দুখী,
সচেতনে কি স্বপনে, স্মরণে অসুর নাশিনী,
সানন্দে সজীব দিবা যামিনী।
বিশাল কলুষে মোর, মানস সজোরে ভোর,
দিয়ে পদ-সরোজ তোর, তার গো, কলুষ নাশিনী;
সচকিত মানসে শান্ত সানুকম্পা বিকাশিয়া,
সুশাসনে কর শাসন সারদে! শান্তি বিরাজিয়া,
করিতে পার সংসার সিন্ধু বিন্ধ্যবাসিনী ॥
কেমন ভাল লা'গলত?

স্বর্ণ। বেশ! তোমার ও গান ভাল লা'গবে না এও কি হতে পারে?

বিদ্যুৎ। তাইত, আশ্চর্য্য ভালবাসা!

স্বর্ণ। আচ্ছা ভাই! কায়েত কামিনীর উপর রাগ করে কেমন করে তয়ের কল্লি?

বিদ্যুৎ। সে কি? তোর হিন্দি কথা বুঝা যায় না।

স্বর্ণ। না না, বলি রাগ কল্লি কেন?

বিদ্যুৎ। (সহাস্যে) সে বলে "ভগবতী বিষয়ক গান তয়ের কল্লে একটা না একটা অমঙ্গল হবেই হবে" সেই জন্য রাগ হল,

অমনি ছাই মাথা একটা বান্ধলেম।

স্বর্ণ। তা অন্যে যা বলে বলুক, আমার কানে ভালই লাগে।

(এক জন পরিচারিকার প্রবেশ)

বিদ্যুৎ। (পরিচা-প্রতি) কি লো, তুই ক্যান এখানে? কোথায় যাস?

পরি। তোমারই কাছে মা পাঠালেন, তুমি বাড়ী চল।

বিদ্যুৎ। কেন কেন, কি হয়েছে?

পরি। আর কিছু না, পাল্কী তয়ের হয়ে আছে, তিনি নাকি একবার রাজবাড়ী যাবেন।

স্বর্ণ। যাও ভাই! মায়ের সাতে এক পাক বেড়িয়ে এসো।

পরি। তার যো নেই তিনি নাকি ওঁকে নিয়ে যাবেন না।

বিদ্যুৎ। তবে ডাকিস কেন রং দেখতে?

পরি। তোমায় বাড়ীতে থাক্তে হবে, খালি বাড়ী ফেলে রাখা যায়?

স্বর্ণ। তুই আছিস?

পরি। আমি যে সঙ্গে যাব।

বিদ্যুৎ। আচ্ছা তুই যা আমি যাচ্ছি।

পরি। সকালে। (প্রস্থান)

বিদ্যুৎ। চল ভাই! তবে যাওয়াই যাক।

স্বর্ণ। ভাই! যাব কি, এদিকে এগুলে কি আর বাড়ী পানে যাওয়া যায়? গুরু-মার বক্তৃতা শুনবার সময় যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার স্পৃহা থাকে না—মন অন্য দিকে চালিত হয় না—মনে অন্য ভাব আসে না—স্থিরমনাঃ একাগ্রচিত্ত হয়ে শুনতে থাকি। এখানেও ঠিক তেমনি। এক দৃষ্টে প্রাকৃতিক শোভা দেখে আর এক পা এদিক ওদিক যেতে তত ইচ্ছে হয় না, দ্যাখ ত নদী কেমন " চল চল " করে যাচ্ছে—লহরী-বল্লী কেমন শ্রেণী-বদ্ধ হয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে চলে যাচ্ছে। আর এদিকে——

বিদ্যুৎ। গুরুমার বক্তৃতার কথা শুনে ভাল কথা মনে হল। আচ্ছা ভাই! কাল যে গুরুমা একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুনে-ছিস কি?

স্বর্ণ। শুনেছি বই কি।

বিদ্যুৎ। ভাই আমি কাল পড়তে না যেয়ে বড়ই অন্যায় করেছি। গুরুমার বক্তৃতা যে দিন হয়, অন্ততঃ সে দিন ত আমাদের থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কাল আবার বাবা এসেছিলেন, সেই জন্যে যেতে পাল্লেম না। উল্লিখিত বক্তৃতাটি কি বিষয়ক ?

স্বর্ণ। বিষয়টি বেশ ! আমার কাছে আরো বেশ—আরো কৌতুকাবহ—আরো স্পৃহা-বর্দ্ধক !

বিদ্যুৎ। তুই এখন আবাল তাবাল রেখে দে। আসল কথা বল্ না ?

স্বর্ণ। আসল কথা ? শুন,—"স্ত্রীজাতি আর পুরুষ জাতি এই দুয়ের মধ্যে কোন জাতি শ্রেষ্ঠতম ? কোন জাতি ধৈর্য্য-শীল—ধীশক্তি সম্পন্ন—গভীর প্রকৃতি—ভবিষ্যদর্শী ?

বিদ্যুৎ। প্রশ্নটি বড় উৎকট এবং জটিল, ভাল মীমাংসা কি হল ?

স্বর্ণ। গুরুমা অনেক তর্ক বিতর্ক করে—অনেক যুক্তি দেখিয়ে সপ্রমাণ করেন যে,—"স্ত্রীজাতিই শ্রেষ্ঠ।"

বিদ্যুৎ। [সহাস্যে] লোকে বলে,—"আড়া গ্রামে শিয়াল পণ্ডিত" উনি যা বলবেন তাই হবে?

স্বর্ণ। কেন? উনি ত অন্যায় কি অযৌক্তিক কথা বলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করেন নি? উনি আরো বল্লেন—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি ঋষিরা এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক ক'রে স্থির করেছেন স্ত্রীজাতিই শ্রেষ্ঠ, তাইতেই নামের আগে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীজাতির নামই আগে বক্তব্য। যেমন—রাধা কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ, ইত্যাদি।"

বিদ্যুৎ। কিঞ্চিৎ চিন্তার পর সহাস্যে এবং ব্যঙ্গ স্বরে আঃ! কি অচ্ছেদ্য যুক্তি! পুরুষের নাম বুঝি আগে থাকে না? "হর পার্ব্বতী" "শিব দুর্গা" "শরৎ সরোজিনী" এ গুলি কি?

স্বর্ণ। তাইত, এগুলি ত জা'নতেম না, কাল যাবে।

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ।

১ ম-স্তবক।

কাছাড়——পুলকে অধিত্যকা।

" বিরহে সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত,
কত তাপ তপনের তাপে ? "

অন্নদামঙ্গল।

১ম-সন্ন্যাসী। ভাই! আর যে তোমার ঐ চাঁদ মুখ খানি দেখ্‌তে পাব—আর ঐ মুখের চিত্ত তোষকর কথা শু'ন্‌ব, তা ভ্রমেও ভাবি নি।

সতীশ্‌। উভয় পক্ষেই। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

২য়-সন্ন্যাসী। উভয় পক্ষ কেন? ত্রিপক্ষেরই।

১ম-স। ভাই! যখন তুমি গুটিকত ফল আ'নতে গিছলে, সেই সময়েই ঘোড়া দুটি বট গাছের নীচে বেন্ধে রেখে, একটু বিশ্রাম কচ্ছি-লেম।

সতীশ। অমনি থাকলে না কেন?

১ম-স। খানিক পরেই মন এত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো যে, আর তথ্যানুসন্ধান না ক'রে থাক্তে পাল্লেম না। অমনি তোমায় খুঁজতে বেরুলেম কোথায় খুঁজব? নিবিড় জঙ্গল—তায় সিংহ ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে এমন জঙ্গল যে চন্দ্র সূর্য্যের আলো পর্য্যন্ত প্রবেশ কত্তে পারে না। তবুও যেতে লাগলেম। হঠাৎ ভাই, এমন সময় একটা বাঘ ডা'ক্‌তে লাগল। সেই ডাকে আমাকে এমন করে তুলেছিলো যে তা এখন বল্লে বিশ্বাস তো কর্ব্বেই না। বাড়ার ভাগ ব'লবে এসব বাড়ানো কথা।

সতীশ্। আচ্ছা, বল ভাই, যা বল'বে সব বিশ্বাস করব।

১ম-স। ভাই, এমনই ধাঁধাঁ লেগে গেল

যে, যে দিক তাকাই সেই দিকেই যেন বাঘ, যেদিক যেতে মনে ভাবি, সেই দিকেই বিশাল বাঘের ডাক। দেখে আর করি কি, যা থাকে কপালে ভেবে, পূর্ব্ব স্থানে আ'সতে লা'গলেম্। এসেই ভাই যা দেখ্লেম তা আর ব'লব কি ? দেখি কি, একটা বাঘ —খুব বড়—ঘোড়ার মতন। সেই বাঘটা ঘোড়া দুটাকে ধাবরাচ্ছে। তখন একবার ভাই এগুইতে সাধ হ'ল। ভাবলেম, আমার সাক্ষাতে আমারই ঘোড়া মারা যায়, চুপ করে থাকা পুরুষের কাজ নয়। অমনি একটু এগু-ইলেম—

সতীশ। সর্ব্বনাশ! এত বড় অন্যায় সাহস! না আছে অস্ত্র শস্ত্র—না আছে লোক জন। এ কোন্ সাহসে যায়? বরং একে সাহসী বলে

ব্যাখ্যা না করে “ এক রোখা ” বলাই উচিত। একেই বলে ভাই —“ স্থয়রে রোখ ”

২ য়-স। “ তাই ত, ঢাল নাই তলোয়ার নাই খাম্‌চা মারেঙ্গে ”

১ ম-স। তার পর শুন, ঐ জন্যেই আর না এগুয়ে ভাই, অমনি পিছনে হাঁট্‌লেম্। তখন একেবারে অবাক্ হ’য়ে পড়্‌ল্লেম্। তোমাকেও পাই না, ঘোড়া দুটীও গেল। কত যত্ন কত চেষ্টা কত চীৎকার কল্লেম। কিছুতেই আর তোমায় পেলেম্ না। একে তোমার বিরহ—তায় আবার অন্ধের যষ্টি স্বরূপ ঘোটক দুটীর আগেই বিনাশ! —এদিকে পিতার অভাবজনিত জাজ্বল্যমান শোকাগ্নি হৃদয় দহন কর্‌ছে! ভেবে আর স্থির পাই না চতুর্দ্দিক দিনেই আধাঁর দেখ্‌তে লাগলেম। শেষে একটু স্থির হ’য়ে নিজে নিজেই ভাবলেম, “ একা এই—বনের

ভিতর ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়। বরং ইহার প্রতিবিধান করাই উচিত। এই ভেবে একটা গাছের উপর উ'ঠে উচ্চৈঃ-স্বরে চীৎকার কত্তে আরম্ভ কল্লেম। হায়! কপাল ভাংলে আর জোড়া লেগে ওঠা সোজা নয়। কি করি তখন ক্রমেই বিস্ময়—চিন্তা—ভয়— হুতাশ্—চরম ভেবেই আকুল হ'য়ে পড়লেম্। ক্রমে ক্রমে রা'ত হ'য়ে উঠলো; সে আর আমার জন্য অপেক্ষা কর্ব্বে কেন? চা'রদিক ঘোর অন্ধকার—আর চখে কিছুই দেখা যায় না। সেই সময়ে একটি গাছে উঠে বসলেম। রাত্রি প্রভাত হওয়ার অপেক্ষায় থাক্‌লেম। হায়! সে সময় আর যে এ সময়ে কত প্রভেদ! এমন দশা যার হয়েছে সে ভিন্ন কি আর কেউ তা বুঝতে পারে?

সতীশ। ভাই! এ হতভাগা, যে সময় বাঘ ডেকেছিল, সেই সময় অনেক অনুস-ন্ধানের পর কতকগুলো ফল তুলতে

ছিল; তার পর ফল নে এসে দেখি যে ঐ শোচনীয় ঘটনা! — ঘোড়ার হাত, পা, মাথা এই সব পড়ে রয়েছে! দেখেই ভাবলেম,—" বুঝি বন্ধু অপ-ঘাতে—"

১ ম-স। তার পর, পর দিন ঐ গাছ থেকে নেমে যেতে লাগলেম। অবিরামে চলছি-লেম; আমার দিবারাত্রি বোধ ছিল না; বেলা দুই প্রহরের সময়েই শোকে দশ দিক্ আঁধার ভেবে, বৃক্ষতলে কি ইচ্ছামত স্থানে শুতেম। রাত্রিকালেও চন্দ্রকে সূর্য্য ভেবে রওয়ানা হতেম্। কোন দিন অনাহারে—কোন দিন লোকালয়ের প্রার্থিত কিঞ্চিৎ আহারে —কোন দিন বন্য ফল খেয়ে জীবন রক্ষা কর্‌তেম। এইরূপে কত বন—উপবন—পর্ব্বত—কন্দর—গ্রাম—নদী প্রান্তর প্রভৃতি প্রাপ্ত হতেম, আর তাহা ছেড়ে যেতে লাগলেম। কোথায় যাই? অন্যে জানা দূরে থা'ক্

আমিও অজ্ঞাত ছিলেম। এই অবস্থায় ভ্রমণ কত্তে লাগলেম্। কত দেশ দেশান্তরে যেতেম্। আর কত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হতেম। মনের ক্ষোভ মনেই থাক্ক—মনের বিস্ময় মনেই থাক্ক প্রকাশ ক'রবার লোক ছিল না ; কাজেই আরও অসুখ হ'ত।

সতীশ্। তার পর, ভাই! সেই রাত্রে ঘোর উন্মাদ! একেবারে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হ'য়ে পড়লেম। শেষে যে কিরূপে কখন রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে, তার কিছুই জানি না। পর দিন সূর্য্যোত্তাপে চৈতন্য সঞ্চার হ'ল। জান্‌লেম, রাত্রি শেষ—প্রভাত হয়ে'ছে। উঠে দেখি, চতুর্দ্দিকে ভয়ানক বন। ঐ বন পার হ'য়ে অদূরে একটী বাটী দেখলেম্। ক্রমেই লক্ষিত স্থলের নিকটবর্ত্তী হলেম —এই সেই বাড়ী।

১ ম-স। অকস্মাৎ ভাই! একটী বিস্তৃত প্রান্তরে বটগাছ তলায় ইনি (২ য় সন্ন্যাসীর

প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) বসে আছেন দে'খতে পেলেম্। ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর। সঙ্গে খাদ্য কি পানীয় কিছুই ছিল না; আমি উপস্থিত হ'লে আমার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় প্রার্থনা ক'রতে লা'গলেন্। আমার সঙ্গে ৩ টা তরমুজ ছিল, তারই একটা ইহাঁকে দিলাম। ইনি পেয়ে অত্যন্ত আশী-র্ব্বাদ ক'র্‌তে লা'গলেন্। আর বল্লেন, —ভাই সতীশ! এসো ভাই! এসো দুই জনে মিলে খাই"

সতীশ্। (১ ম সন্ন্যাসীর প্রতি) ভাই মোক্ষদা! তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু— অকৃত্রিম বন্ধু! নইলে আমার আশৈশব বন্ধুকে কে খুঁজে আ'ন্‌ত?

মোক্ষদা। ঈশ্বরেচ্ছা!

সতীশ। (২ য় সন্ন্যাসীর প্রতি) ভাই ক্ষিতীশ! ভাই! আমি উত্তমরূপে তোমার মন পরীক্ষা কল্লেম্, জা'নলেম্ অকৃত্রিম প্রণয়! ঈশ্বর যেন জন্মে জন্মে

তোমার মত বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কত্তে প্রবৃত্তি দেন।

ক্ষিতীশ। উভয় পক্ষেই।

দ্বিতীয় স্তবক।

কাছাড়———পরিচয় দানে। অধিত্যকা।

" পুরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পীরিতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা॥
ভনই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
পীরিত করার আগে ভাবিতে জুয়ায়॥ "

বিদ্যাপতি।

গৃহস্বামী। (শিরশ্চালন করিতে করিতে) " অভেদ্য প্রণয় " যারে বলে সেটী সোজা নয়।

ক্ষিতীশ্। ভাই! বল্লে প্রত্যয় যাবে না। শৈশবাবধিই সতীশের সহিত আমার অভেদ্য প্রণয় জন্মেছিল; এমন কি সতীশের পিতাতে আমার পিতাতে

সতীশের মাতাতে কিম্বা সতীশের বাটীতে আমার বাটীতে আপনাপন ভাব প্রতিপন্ন হ'ত। উভয় আলয়েই উভয়ের শয়ন, ভোজন, উপবেশন, ভ্রমণ আমোদ কিম্বা খেলা কর্‌তে, মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ কত্তেম না। অন্যের বাড়ী বলে আমাদের কোন রূপ দ্বিধা হওয়া দূরে থাক্, একজনে কুমন্ত্রণা দিলেও সে দিকে কর্ণপাত করা হ'ত না।

গৃহ। "বন্ধু" বড় চমৎকার জিনিস—আর বন্ধুত্বঋণকে পরিশোধ করাও অতি দুরূহ ব্যাপার।

ক্ষিতী। "দুরূহ" কেমন! ভাই! যখন আমরা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে পড়ি, সে সময় আর আমি মানুষ ছিলেম্ না। এককালে মনুষ্য সংজ্ঞার অবাচ্য।

গৃহ। ঠিক্ তাই, যেদিন প্রথম সতীশ এখানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসেছিল; তা দেখে তাকে মনুষ্য সংজ্ঞার অবাচ্য

বলেই বোধ হয়। যে দেখ্‌ত সেই বলত,—"ঠিক্ পাগলের মত ব্যবহার।" ভাব্‌তেম,——ইনি সংসারকে শুধু গরলাধার মাত্র জ্ঞান করেন। বস্তুতও তাঁহার দৃঢ় পণ ছিল যে, "বন্ধুদিগের সহিত পুনর্ম্মিলন ব্যতীত আর সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হব না। ইহাঁর শরীরে ভ্রম এত বেগে প্রবাহিত হত যে, তার প্রভাবে জ্ঞান—ধৈর্য্য—ক্ষমা—আশা প্রভৃতি বৃক্ষগুলি সমূলে উৎপাটিত প্রায় ভাব্‌তেম্। ভ্রমানুরোধে কখন্ কারে কি বলতেন্, কি ভাবতেন, কি আলোচনাই বা কর্ত্তেন, তা ঠিক্ করা আমাদের মত লোকের কেন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের ত্রিকালজ্ঞ বুধ মণ্ডলিও পারেন কিনা সন্দেহ স্থল। সমস্তই উন্মাদের লক্ষণ কিম্বা জ্ঞানহীন নেসাখোর মাতালের লক্ষণ বলে বোধ হ'ত।

ক্ষিতী। ঠিক্ ঠিক্, আমারও ঠিক্ এই অবস্থা।

থেকে থেকে জ্ঞান হত, মনকে স্থির কর্ত্তেম, আর অস্থির হব না মনে ভাবতেম্, খানিক পরেই আবার যে সেই —ঠিক্ সেই অবস্থা—মাতালের মত!

গৃহ। আচ্ছা, ভাল মশাই! সতীশের দেশ বিদেশে ভ্রমণের কারণ কি?

ক্ষিতী। সে মশায়, অনেক কথার কথা; তা বলতে গেলে তিল তুলসী নিয়ে এক মাসের জন্য সংকল্প করে বস্‌তে হয়; নইলে সে যে ১৮ পর্ব্ব মহাভারত—তাই বা কেন? সে যে ১৮ দ্বিগুণা ৩৬ পর্ব্ব মহাভারত তা ফুরুবে না। কখনই না।

গৃহ। আচ্ছা সংক্ষেপে বলুন না?

ক্ষিতী। বাড়ীর কথা ত কালই আপনাকে সব বলেছি, কটকের ৮ ক্রোশ উত্তরে শ্রীপুর নামক পল্লীতে আমাদের বাড়ী।

গৃহ। তা আর আপনাকে বার বার বল্‌তে হবে না। বাড়ী আপনাদের পরস্পর কত দূর ব্যবধান?

ক্ষিতী। ব্যবধান! চালে চালে লাগালাগি যে—

গৃহ। বলুন বলুন, এখন বলুন।

ক্ষিতী। সেই খানে এই সতীশের পিতা ব্রজবিহারী মহাতাপ সুখ সচ্ছন্দে পৈতৃক জমিদারী উপভোগে কালাতিপাত কর্ত্তেন। সুখের অবসান হলেই স্বভাবতঃ দুঃখ এসে পড়ে; অথবা সুখ দুঃখ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। যে কারণেই হউক, অকালে তাঁর পত্নী—সতীশের মার কাল্ হলো! শেষ অবস্থায় পত্নীর অভাব—ভেবে আকুল। কি ক্লেশকর! কি যন্ত্রণা! কলত্র শোকে হৃদয়কে একেবারে নিষ্পেষিত ক'রে ফেল্লে। কিছু দিন পরে গ্রামস্থ সকলে ধ'রে নানারূপ বলে কয়ে আবার বিবাহ দিলেন। মেয়েটীও বেশ্ মুখালো বুকালো গোছের কি না, ব্রজ বাবুকে আস্ত ভেড়া বানালে। "ওঠ" বল্লেই অমনি উঠতে ব্যতিব্যস্ত

হতেন, "বস্" না বল্লে আর বসবার সাহস পেতেন না।

গৃহ। (সহাস্যে) বটেই ত, পণ্ডিত ঠাকুরেরা বলেন,—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" তা হবেই ত, রাজাধিরাজ-রাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ দশরথও ত নারীর কুহকে পড়েছিলেন! এ ত সামান্য মানুষ! ॥ তার পর, এ দিকে যেমন দিন দিন স্বামীর চিত্ত হরণ করতে লাগলেন, ওদিকে আবার তেমনি সতীশের প্রতি জাত-ক্রোধ হয়ে, বিনাশ করবার ছিদ্র দেখ্‌তেছিলেন। কিছুতেই সুবিধা না পেয়ে আর একটী অলৌকিক ——অবক্তব্য—অভূতপূর্ব্ব সূত্র ধরে দেশান্তরিত কল্লেন।

গৃহ। কি উপায়? উপায় টা কি?

ক্ষিতীশ। এত ঘৃণিত প্রস্তাব যে, মুখের বার কর্ত্তেই শরীর রোমাঞ্চ হয়, যেন বোধ হয় আত্মা মহাপাপে কলুষিত হলো। তাতেই আবার মরদ ক্ষেপলেন।

নির্দ্দোষী—নিষ্পাপ—সরল-হৃদয় সতী-
শের প্রতি মিথ্যে অপবাদ দিয়ে প্রাণ
দণ্ডাজ্ঞা প্রচার কল্লেন। "কিমাশ্চর্য্য-
মতঃপরং ?"

গৃহ। ওঃ! হরিঃ! বুজেছি (কানে কানে)
কেমন এই ত ?

ক্ষিতী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক্ ঠিক্, দেখুন ত কি
ভয়ানক—ঘৃণিত—অচ্ছেদ্য মিথ্যাপ-
বাদ!!!

গৃহ। তাই ত, "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"
বাপ্‌রে বাপ! ভাল, কি কৌশলে
প্রস্তাবটী চালিয়েছিল ?

ক্ষিতী। ঐ ত; বল্লে,——"সতীশের চরিত্র
আমার কাছে ভাল বোধ হয় না;
চোখে চোখে তাকায়, ইঙ্গিত করে,
হাত নাড়া দেয়, হাসে, আবার ঘনিয়ে
ঘনিয়ে কাছে আসে, যা মুখে আসে
—এম্নি অব্যক্তব্য বলে। তুমি যদি
এর একটা হেস্ত নেস্ত না কর, তবে
আমি বিষ খেয়ে ম'রব।" এম্নি এম্নি

ছাই মাথা সাজিয়ে সাজিয়ে, প্রত্যয় করার জন্য আজ কিছু, কাল কিছু, পরশ্ব কিছু বল্‌ত। কোন দিন কেঁদে বল্‌ত। দশ দিন শুন্‌তে শুন্‌তে সন্দেহপূর্ণ পুরুষহৃদয় সন্দিগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রচার কল্লেন।

গৃহ। বাপরে বাপ! কি ভয়ানক! কি কুহক! কি বুদ্ধি! স্ত্রীলোককে সরলা অবলা না বলে কুটিলা বলা নিতান্তই উচিত। ঐ যে, একটা গানে বলে না? "নারীর অন্ত কে পায়, সে যে বিধির অগোচর।" আরও যেন কি কি আছে, মনে পড়্‌ছে না। ইইতিই বুঝি মরদ ক্ষেপে, আগু পাছু না ভেবে, সন্তানের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা কল্লেন?

ক্ষিতী। হ্যাঁ; তার পর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার হইলেই মহা সঙ্কটে প'ড়ল; যা হোক অনেক চেষ্টায় পাহারাওলা-দের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিলেম। রাত্রেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

গৃহ। আপনি সতীশের সঙ্গে এলেই আস্‌তে পার্‌তেন।

ক্ষিতী। পার্ত্তেম বটে; কিন্তু আমার পিতার একেবারে মুমূর্ষু অবস্থা। সুতরাং সেই অনুরোধে বাধ্য হয়ে থাক্তে হ'ল।

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

মোক্ষদা। কি হচ্ছে ক্ষিতীশ! কে বাধ্য হয়ে থাকল?

ক্ষিতীশ। না, সতীশের মহাভারত আরম্ভ করেছি।

মোক্ষদা। কোন্‌ পর্ব্ব?

ক্ষিতী। সংক্ষেপে প্রায় সমস্তই, তার মধ্যে হচ্ছে বিস্তারিতরূপে অপবাদপর্ব্ব।

মোক্ষ। উঃ! সতীশের মহাভারত যে কি ভয়ানক নাটক তা ব'ল্‌তে শরীর শীউরে উঠে। বিশেষতঃ অপবাদ পর্ব্ব নামক অঙ্কটী আরও ভয়ানক —আরও শোচনীয়!! (প্রস্থান)

ক্ষিতী। তার পরে বাবা কিছু আরাম হলে, আমি বন্ধুত্ব ঋণের পরিশোধ জন্যই

হোক্, বা বন্ধুর সঙ্গে আ'স্‌তে পারিনি বলে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই হোক্, রেতে রেতেই বাড়ি থেকে চম্পট।

গৃহ। "বন্ধু" কি আশ্চর্য্য জিনিস! এর জন্যে না হতে পারে, এমন কার্য্যই পৃথিবীতে নেই।

ক্ষিতী। ঐ জন্যেই ত লোকে বলে, বন্ধুত্ব সংস্থাপনের অগ্রে—প্রেম বন্ধনের অগ্রে—হৃদয় প্রদান করিবার অগ্রে—পাত্রাপাত্র বিশেষ বিবেচ্য—বিশেষ দ্রষ্টব্য—বিশেষ জ্ঞাতব্য। অন্যপক্ষে,—সাচ্ছন্দ্য কি সমূহ বিপদ, রাজত্ব কি দরিদ্রতা, যশঃ কি কলঙ্ক, দুইয়েরই একটা—বিশেষতঃ শেষেরটা নিতান্তই অদৃষ্টচক্রে পড়িতে পারে। এজন্য সাবধান হবে।

পাঠক! জগতে "বন্ধু" এইটী অতি মধুর শব্দ। অমৃত অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর। যদি জগতে

পীয়ূষ অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ বিদ্যমান থাকিত, বোধ হয়, "বন্ধু" শব্দ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর নিকটেও যে সমস্ত প্রীতিপ্রদ, উন্নত, বিস্ময়াত্মক কিম্বা সৌভাগ্যসূচক গোপনীয় কথা বলিতে অক্ষম, বন্ধুর সাক্ষাতে তাহা ব্যক্ত করিতে বিন্দুমাত্রও কালব্যাজ হইবেক না। এমন কি, প্রতিবেশিমণ্ডলে যদি আমাকে গর্ব্বিত, ক্রোধান্ধ বলিয়া দ্বেষপরবশ হন, কিন্তু সেই দোষ বন্ধু মনেও কল্পনা করিবে না—হৃদয়েও স্থান দিবে না। অন্যে দৃষ্টিমাত্রই যদি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, বন্ধুর নিকট আজন্ম সহবাস করিলেও তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র হইব না। আমি যদি মূর্খ হই বন্ধু আমাকে তস্কর বলিবে না। আমি যদি কোন অসম্ভাব্য অন্যায়াচরণ করি, তাও বন্ধুর চক্ষে যেমন প্রীতিপ্রদ হইবে; আমি যদি সত্যব্রতে ব্রতী হই—ন্যায়ের ন্যায়দণ্ড স্বরূপ হই, তাহাও বন্ধুর চক্ষে তেমনি প্রীতিপ্রদ হইবে। কি পাপ পুণ্য—কি ধর্ম্মাধর্ম্ম—কি হিংসা করুণা—কি দ্বেষ

ভালবাসা—কি গর্ব্ব নম্রতা—কি ক্রোধ শিষ্টাচার—প্রত্যেক বিষয়েই বন্ধুর নিকট সমান সম্মান—সমান আদর—সমান ভালবাসা পাইব। বুধমণ্ডলী অম্লানবদনে স্বীকার করেন যে,—"বন্ধুর দোষ গুলি দোষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে না;—শয়ন, ভোজন, উপবেশন, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি একত্র নির্ব্বাহ হওয়ায়, বন্ধুর দোষগুলি হৃদয়ে এরূপ বিধিবদ্ধ হয় যে, তাহা আমরা অবগত হইতেও সমর্থ নহি" সুতরাং বন্ধু আমাদের উন্নতি অধোগতির সোপান। বন্ধু আমাদের সর্ব্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বন্ধু কর্ত্তৃক আমরা স্বর্গরূপ অতি উচ্চ যশের সামগ্রীও হইতে পারি, বন্ধু কর্ত্তৃক আমরা নরকরূপ অতি হেয়, ঘৃণ্য, তিরস্কৃত পদার্থও হইতে পারি। এই জন্যই বলি বন্ধু আমাদের উন্নতি অধোগতির সোপান। জগতে যার বন্ধু নাই—যার জুড়াইবার স্থান নাই—মনের আগুন নিবাইবার যার পাত্র নাই তার কিছুই নাই। সে "অমৃত" কি পদার্থ? তাহা কখন উপলব্ধি করিতে পারে না।

ক্ষিতী। (অদৃশ্যে ভেরী বাদন শুনিয়া) ও কি? ভেরীধ্বনি কিসের?

গৃহ। তাইত, এযে কিছুই বুঝতে পারি না।

(পুনর্ব্বার অদৃশ্যে উচ্চতর ভেরীধ্বনি)

ক্ষিতী। আবার শুনুন ঐ ভেরীধ্বনি। এবার যেন কি দুর্গোৎসবের চণ্ডীপাঠের ন্যায় বক্‌ছে!

(অদৃশ্যে ভেরীধ্বনির সহিত,——
রাজ-আজ্ঞা প্রতি পাল্য উপেক্ষা ক'র না,
রাজ হিতে প্রাণ দিতে সন্দিগ্ধ হৈও না)

গৃহ। উনি কি ব'লছেন? (ক্ষিতীশের প্রতি আপনি একটু অগ্রসর হ'য়ে শু'নে আসুন।

ক্ষিতী। আর যাব কি? এই যে, এই দিকেই আ'সছে।

(নগর পালের প্রবেশ)

নগর। (ভেরীধ্বনির সহিত,—)

প্রজাবর্গ! শুন শুন, নৃপতি আদেশ,—
দুরাত্মা গৌড় অধিপ কেড়ে নিলে দেশ,
উপদ্রবে প্রজা সব সর্ব্বস্বান্ত প্রায়;
কোন গ্রামে গৃহ দাহ, কোথাও বা হায়!

দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা আদি
শত শত হইতেছে ; নাহিক অবধি।
এতকাল সুখে ছিলে,—পুত্রবৎ স্নেহে,
রাজহিতে, দেশহিতে, কি করিবে দেহে—
রাখিয়া শোণিত ? কর দান, প্রতিদান
দানশালে ! রেখ না রেখ না আর প্রাণ !
স্বরাজার অত্যাচার অসহ্য একান্ত ;
ছিঃ ! ছিঃ ! তোমরা সহিবে এতই কি ভ্রান্ত ?
বিদেশী রাজার অত্যাচার ? ধন্য প্রাণ !
ধন্য রক্ত ! ধন্য বীর্য্য !! ধন্য ধন্য মান !!!
রাজ আজ্ঞা প্রতিপাল্য উপেক্ষা কর না ;
রাজহিতে প্রাণ দিতে সন্দিগ্ধ হৈও না।

ক্ষিতী। এ কোন রাজার কথা হ'চ্ছে ?

নগর। (বিরক্ত ভাবে) কেমন্ কোন্ রাজা ? তোমার বাড়ী কোথায় ?

গৃহ। (জনান্তকে) এ জানে না এসব ঘটনা, এর বাড়ী অনেক দূর। আমাদের কাছা-ড়ের বুঝি মহারাজ পল্লীতে পল্লীতে, এই যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ পাঠিয়েছেন ! হ্যাগা মশাই ! এ যুদ্ধ কার সঙ্গে ?

নগর। তবে এতক্ষণ শুন্‌লে কি ?

গৃহ। তবু—

নগর। তবু আর কি ? গৌড় দেশের রাজার সহিত। আমাদের রাজ্যগুলি একেবারে লণ্ড ভণ্ড ক'রে ফেল্লে মশায় !

গৃহ। না মশায় ! ও সব যুদ্ধু টুদ্ধুর মধ্যে আমরা যেতে টেভে পারব না। কোন্‌ কালে আমরা যুদ্ধ করেছি গা ?

(সতীশ ও মোক্ষদার প্রবেশ)

সতীশ- মোক্ষদা। কি কি, কি হয়েছে মশায় ?

গৃহ। যুদ্ধু কর্‌তে হবে !

সতীশ। কার সঙ্গে ?

গৃহ। গৌড় দেশের রাজার সহিত !

মোক্ষ। কেন ? (স্বগত) গৌড় দেশের রাজার সহিত ! এ কেমন কথা ?

ক্ষিতীশ। মালদহের রাজা ?

নগর। (উন্নত স্বরে) হাঁ হাঁ, (শ্রুতস্বরে) কচি খোকা আর কি, কিছুই জানেন না !

মোক্ষ। (স্বগত) গৌড় রাজ বেঁচে কি না, তাই জানি না। এযুদ্ধ সংঘটন হলো

কিসে? আমরাও বাড়ী ছাড়া, ভাল, যুদ্ধ ক'রে কে? জিজ্ঞাসাই কেন করি না? (প্রকাশ্যে) ভাল মহাশয়! রাগ না কল্লে, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা কত্তে পারি?

নগর। কি কথা?

মোক্ষ। আমরা ত শুনেছি, গৌড়ের রাজা জ্ঞানদামোহন দস্যুহস্তে অপহৃত হ'য়েছেন—

নগর। হাঁ হাঁ বুজেছি, সেই গোলই ত গোল! সেই দস্যুও অধিক দূরের নয়। আমাদের সঙ্গে পূর্ব্ব সূত্রেই একটু বিবাদ চ'ল্‌ছিল; মহারাজ সেই ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পেরে এই আদেশ দেন,—"যে গৌড়রাজের মুণ্ড আমার পদতলে উপহার দিবে, তাহাকে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিব।" সেই আদেশানুসারে কয়েক ব্যক্তি, উদ্দেশ্য সাধনে যায়। পরে ছলক্রমে গ্রামের বাহিরে এনে, বেঁধে নে

এসেছে ! শিরশ্ছেদন করে নাই। মহারাজ পেয়ে, যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়েছেন। তথাকার মন্ত্রী এই কথা শুনে, আমাদের রাজ্য মধ্যে নানা উপদ্রব উপস্থিত করান; মহারাজ তারই নিবারণার্থে এই উদ্যোগ কচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন,—"গৌড় উৎসন্ন না করে আর ফির্‌ব না।" আপনি এত জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন? যুদ্ধকৌশল জানা আছে? তা হলে বেতন হবে, পুরস্কার পাবেন।

সতীশ্। না এমন কিছু নয়। শুনেছি গৌড়রাজ চুরি গিয়েছেন, এই মাত্র। যুদ্ধ জান্‌ব কোত্থেকে? আমরা হয়েছি ভীরু বাঙ্গালীর দল! শেখাবে কে?

নগর। কেন আপনাদের রাজা নেই?

সতীশ্। রাজা আছে; বিশ্বাস নেই।

নগর। "বিশ্বাস নেই" এ কথার অর্থ কি?

সতীশ। মহাশয়! দুঃখের কথা কব কি? যুদ্ধ শিখালে কি জানি, প্রজারা যদি বিদ্রোহী

হ'য়ে উঠে ! তবে ত রাজ্যচ্যুত ক'রতে পারে।

নগর। বিনা দোষে কি, তাঁকে রাজ্যচ্যুত কর্‌বে?

সতীশ। দোষ আছে বৈ কি? কটকের রাজার দোষ নেই? তবে চন্দ্রেও কলঙ্ক নেই। পক্ষপাত্—অহঙ্কার—অবহেলা—দ্বেষ হিংসা—ক্রোধ—অর্থশোষণ প্রভৃতি দোষ এমন আর যে, একেবারে পাওয়া সম্ভবে না। তাঁর স্বজাতি যদি কোন অপরাধ—এমন কি নরহত্যা করে, তখনি বৈদ্যরাজ "প্লীহা ফেটেছে" ব'লে সাক্ষ্য দেন। প্রজারা কেউ এমন কার্য্য কল্লে, তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা! মহাশয়! আর অধিক কি ব'লব? বুক ফেটে যায়! একজনকে একটা মোকদ্দমা ক'রতে, হ'লে বিনা পয়সায় হবে না। আবেদন পত্র সামান্য কাগজে দিলেও চ'ল্‌বে না। রাজার নামাঙ্কিত কাগজ অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া লিখিত প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে! যার

"দিন ভিক্ষা, তনুরক্ষা" তার পক্ষেও ঐ নিয়ম বলবান্।

পঞ্চম-পরিচ্ছেদ।

১ম-স্তবক।

গৌড়——বিষাদে। মন্ত্রিভবনে।

"ঘৃণা জন্মে রাজভোগে! ইচ্ছা করে ত্যজি
রাজ্যসুখ যাই চলে হেন বনবাসে।
কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে।,,
মাইকেল।

পাঠক! কালের কি কুটিল গতি! প্রকৃতির কি বিচিত্র স্বভাব! পূর্ব্বক্ষণে যে স্থানে নৃত্য গীতাদি দর্শন করেছ—সহস্র সহস্র লোক একত্রে সমাসীন আছেন—পরক্ষণেই আবার দেখ,—সেই স্থান একটি নির্জ্জন প্রদেশ! যে স্থানে রাজার অট্টালিকা দেখিয়াছিলে—আবার সময়ের স্রোতে, সেই স্থান ভীষণ অরণ্য মধ্যে পরিগণিত দেখিবে। রাজ অট্টালিকার স্থান বৃক্ষে—মনুষ্যের স্থান হিংস্রক পশুতে অধিকার করিবে। যে রমণীকে নদী তটে সখী সঙ্গে আনন্দরসে নিম-

জ্জিতা দেখিয়াছিলে; আ'জ আবার তাহার অবস্থা দেখ, সে স্ফূর্ত্তি নাই—সে আনন্দ-রসের বাক্‌বিতণ্ডা নাই—মুখে অঞ্চল দিয়া যে অর্দ্ধস্ফুটিত-কমলের ন্যায় হাসি হেসেছিল, সে হাসি আর নাই—সেই মুখে, মুনিমন-বিমোহিনী-সঙ্গীত লহরীর ছড়াছড়ি আর নাই। কেবল বিষাদ! বিষাদ, সুতরাং দীর্ঘনিশ্বাস—অবনত মস্তক—অনন্যমন—চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু অদৃশ্যভাবে অবস্থিত! ইহার কারণ কি? সেই জন্যই বলি, কালের কি কুটিল গতি! আর প্রকৃতির কি বিচিত্র স্বভাব! স্বর্ণ আবার এখানে আস্‌লি কেন? ঐ শুন, কি বলিতেছে?

স্বর্ণলতা। ভাই বিদ্যুৎ! আ'জ কয়দিন যাবৎ তোর অবস্থার এত পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি কেন আমাকে দেখ্‌লে তুই আনন্দে নেচে উঠ্‌তিস; কিন্তু এখন আর ত তোর সে ভাব দেখ্‌তে পাই না। দিবানিশি যেন তুই কি ভাবিস্! কি ভাবিস্? সদাই তোকে বিষণ্ণ বিষণ্ণ দেখায়!

এই সময়ে বিদ্যুল্লতা অস্ফুটস্বরে যে কয়েকটি

কথা বলিলেন; স্বর্ণলতা তাহা শুনিতে পান নাই। তিনি নিজের কথাতে নিজেই মাতিয়াছিলেন। নিজের ভাবে তিনি নিজেই ব্যস্ত! অন্যদিকে তাঁহার কর্ণ ছিল না। কথা কয়েকটী এই—"অবস্থার পরিবর্ত্তন" "আনন্দে নাচিয়া উঠ্তিস" কি ভাবিস্? আমার ভাববার কি কিছুই নেই? বলিয়া পুনরায় অধোমুখ হইলেন। স্বর্ণ, এ সমস্ত শুনিতে পায় নাই; সুতরাং পূর্ব্বমতই তিনি একাদিক্রমে বলিতেছিলেন।

একবারের তরেও তোর মুখে সে হাসি দেখতে পাচ্ছি না। সদাই ম্রিয়মাণা—অবনত বদনা—কি যেন চিন্তায় আসক্তা। যেদিন হ'তে মহারাজ তস্কর হস্তে অপহৃত হয়েছেন, যে দিন হ'তে সতীশ আর যুবরাজ তাঁর অনুসন্ধানে গিয়াছেন—সেই দিন হ'তেই যেন তোর মন কেমন কেমন হয়ে উঠেছে। সেই দিন হ'তেই তোকে এই অবস্থায় দেখছি। আচ্ছা ভাই! আমার কাছে বল্‌তে কি তোর কষ্ট হয়? প্রকাশ করছিস্ না কেন? কিন্তু আজ ছাড়ব না, যাতেই হোক্, আজ আমি শুন্‌বই শুন্‌ব। কেন বলবে না?

এত প্রণয়ের কি এই ফল? যে মনের ভাব প্রকাশ কর্ব্বে না। ভাই! আমার কাছে গোপন? প্রিয়সখীর কাছে মনের ভাব গোপন? তবে আর প্রিয়সখীর মর্য্যাদা কোথায়? তবে আর প্রণয়ের সার্থকতা কি? এই প্রণয়? শুধু মুখের প্রণয়? বাহিরের প্রণয়? অন্তঃকরণ কঠিন আবরণে আবৃত? তোমারই অন্তর? কি আশ্চর্য্য! (স্নেহ ও অনুরোধ ভাবে) আচ্ছা ভাই! তোর মনে এমন কি দুশ্চিন্তা উপস্থিত হ'য়েছে, যা প্রকাশ কত্তে পার্‌ছিস না। আমার কাছে বল্লে ত আর দোষ নেই? আমি ত আর কাকেও বল্‌তে যাব না? বিশেষ, তোর, মনের কোন কথা ত গোপন করিস্ না; তবে আজ এ রকম হ'ল কেন? জানিস্ না, মনের উদ্বেগ মনে রা'খ্‌লে অধিক কষ্ট হয়। যতই প্রকাশ কর্ব্বি, ততই উদ্বেগ ক'ম্‌বে। তত সুস্থির হ'তে পার্ব্বি। আর, আমার দ্বারা এ সম্বন্ধে যত টুকু উপকার হতে পারে, তাও কর্ব্ব; কিছুতেই ভাই! অন্যথা হবে না। বল ভাই! একি আবার দীর্ঘনিশ্বাস কেন? কি হয়েছে? খুড়ী ঠাক্‌রুণ

ত কিছু বলেন নি? না খুড়োমশায় কিছু বলে-ছেন? বল ভাই! আমার কাছে বল্লে তোর অন্যায় হবে না। আমি ত তোকে কিছু বলিনি? না ভ্রমক্রমে কিছু বলেছি? যদি বলে থাকি তবে বল, তোর পায়ে পড়ি—মিনতি করি রাগ করিস্ নে? আমার উপর ত ভাই! তুই কোন দিন রাগ করিস্‌নি। তবে বল্ কে কি বলেছে?

"কে আবার কি বল্‌বে?" এই কথাটি বিদ্যু-ল্লতা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন—বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন—অর্দ্ধব্যক্তস্বরে বলিলেন। আবার বলিলেন,—" কে আবার কি বল্‌বে? " বলিয়া অবনতমুখী হইলেন। আর একটি দীর্ঘ- নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,— "স্বর্ণ! তোমার ত কিছু অবিদিত নাই। তবে কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? ভাল, এত কটূক্তি করা তোমার উচিত হয় না।" আবার নীরব হইলেন। অশ্রুপূর্ণ আঁখি মুদিলেন। "কি ভাই! তোকে কি মন্দ বল্লেম্?„ এই বলিয়া স্বর্ণলতা মনে মনে চিন্তা করিতে লগিলেন, যাহোক্

অনেক চেষ্টায় ত মুখে কথা আনিয়েছি ; এখন বোঝা যাবে।

বিদ্যুৎ। কেন ? "এই প্রণয় ? মুখের প্রণয় ? বাহিরের প্রণয় ?" এগুলি মিষ্ট মিষ্ট তিরস্কার ভিন্ন আর কি ? মিঠা অম্বোল যারে বলে এ না ভাই তাই।

স্বর্ণ। আচ্ছা সব দোষই আমার, আমি স্বীকার কল্লেম্। তুই বল্‌দেখি, আ'জ কয়দিন যাবৎ তোর এমন ধারা অবস্থা দেখ্‌ছি কেন ?

বিদ্যুৎ। যেদিন হ'তে তাঁরা—

আবার কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিল, আর বলিতে পারিলেন না। চোক্ দুটি জলভরে টলটল করিতে লাগিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

স্বর্ণ। সেকি ভাই! "তাঁরা" বলেই যে থাম্‌লে ?

বিদ্যুৎ। না থামি নাই। ঐ কথা বল্‌তে কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসে। তাঁরা রাজার অন্বেষণের জন্যে যে দিন হতে গিয়েছেন,

সেই দিন হ'তেই ভাই! আমার যেন কেমন ধারা ফাক্ ফাক্ বোধ হয়—যেন জগতে কি একটির অভাব হয়েছে—সদাই যেন মন হু হু করে, আপনা আপনি কেঁদে উঠে আমি বারণ কত্তে যাই, নিজে নিবারণ হয়ে আসি। আবার বোধ হয়, আমি কেন সঙ্গে দাসী হয়ে গেলেম না? আবার ভাবি, তা হলে কি আর রক্ষেআছে? পিতা মাতা কি বল-বেন? পুরবাসীরা কি ব'ল্বে? আমার হ'চ্ছে কৌমার-অবস্থা—আজিও ত সমাজ সংস্করণ হয় নাই। তবে কি আর রক্ষে থাকবে? এই সাত সতের বিচের করেই যে আমার যাওয়া হয় নি। নতুবা কি আর কথা ছিল? অমনি চলে যেতেম। পর্ব্বতবাসী অসভ্য হইতে ইয়ুরোপীয় সুসভ্য দেশ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বামী নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে; কেবল আমাদের পোড়াদেশের লোকেরা যে উঠাল, আর নামাতে পাল্লে না।

স্বর্ণলতা মনে করিয়াছিলেন যে "তোমার যদি এতই মন অস্থির হয়ে থাকে, তবে সঙ্গে গেলেই পার্‌তে? তা হলে এত কষ্ট ভোগ কত্তে হত না" কিন্তু এ কথাটি খাটিল না। যে হেতু ইহার প্রশ্নের পূর্ব্বেই উত্তরদাত্রী উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং আবার কি বলিবেন? চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া স্বর্ণলতাকে বলিল,—"আপনাকে মা ঠাকুরুণ ডেকেছেন, আমার সঙ্গেই আস্‌তে হবে" "আচ্ছা চল যাই" বলিয়া অমনি ত্রস্ত ভাবেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

বিদ্যুল্লতা একাকিনী কিয়ৎকাল অবস্থানের পর মস্যাধার লইয়া লিখিতে বসিলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর কিছু লিখিলেন। আর লিখিতে পারিলেন না। নয়নকোণে প্রথমে অদৃশ্যভাবে দুই এক বিন্দু জল আসিল; পরক্ষণেই বারিধারা ধারাবাহিক রূপে আসিয়া কাগজ ভিজিয়া গেল। লেখনী পরিত্যাগ করিলেন। কাগজ পড়িয়া থাকিল। জানালার দ্বারে গিয়া বিচরণ করিতে

লাগিলেন। ভৃঙ্গারের বারি দ্বারা নয়ন বারি ধুই-লেন। ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণে শরীর ঈষৎ শীতল হইল। কপালের ঘর্ম্ম বিন্দু শুষ্ক হইল। শরীর সুস্থ হইল। আর চিন্তা করিব না স্থির করিলেন, তখ-নই আবার কি চিন্তা করিতে লাগিলেন? সে চিন্তা বিরহ চিন্তা নয়—দুশ্চিন্তা নয়—প্রিয় সখীর চিন্তা! কি জন্য মা ডাকাইলেন?—সেই চিন্তা!

২য়-স্তবক।

গৌড়———বিষাদে। মন্ত্রিভবনে।

"মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক কহিলা সুন্দরী,—
কহিও মায়েরে মোর এ দাসীর ভালে,
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে।——" মাইকেল।

স্বর্ণলতা। ছিঃ! ছিঃ! এও কি স্ত্রীলোকে পারে?

বিদ্যুল্লতা। কেন পারবে না? দময়ন্তী নলরা-জের জন্য পারে নি?

স্বর্ণ। তা স্বীকার করি, কিন্তু কাল, অবস্থা, পাত্র, দেশ বিবেচনায় সঙ্গতাসঙ্গত ব্যবস্থা হয়।

বিদ্যুৎ। বেশ্ ত, কাল,—আমার যে এখন যৌবন কাল! অবস্থা,—তাই কম কি? মনের যেরূপ অবস্থা—মনের যেরূপ চাঞ্চল্য, তাতেও কি আর থাকা যায়? পাত্র কি? আমি কি অপাত্রে মন অর্পণ করেছি? তাঁর কি কোন গুণই নেই? ছিঃ! ছিঃ! তুমি প্রিয়সঙ্গিনী হ'য়ে—মনের অর্দ্ধাঙ্গীস্বরূপা হ'য়ে—চিরকাল ব্যথার ব্যথী হ'য়ে—আজ একেবারে পাষাণহৃদয় হলে? আ'জ আমাকে এরূপ কটূক্তি কর্ত্তে তোমার স্পৃহা জন্মিল? ছিঃ! ছিঃ! ভাই—

স্বর্ণ। আচ্ছা ব'ন্! দেশের রীতি কি একেবারে তোমার নিকট ত্যাজ্য? কুমারীর পক্ষে, তার কাল্পনিক স্বামী অনুসন্ধান করা কি এই

পোড়া দেশের রীতি? চুপ্ কল্লে যে?

বিদ্যুৎ। ভগিনী! আমি যে এখন রীতি নীতি বুঝি না। যাঁকে মন অর্পণ করেছি—হৃদয় অর্পণ করেছি—জীবন অর্পণ করেছি। যাঁকে হৃদয় নাথ—জীবিতেশ্বর—জীবননাথ বলে স্বীকার করেছি, তিনিই যে আমার সমস্ত। তিনিই আমার রীতি—তিনিই আমার নীতি—তিনিই আমার সামাজ—কুল, শীল, মান মর্য্যাদা, ঐহিক, পারত্রিক যা কিছু বল না কেন? তিনিই আমার সমস্ত। তিনি ছাড়া জগতে কি আর কিছুই উচ্চতম—মাননীয়—স্পৃহণীয় পদার্থ আছে? ভাই! তুমি এতদূর জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতী হয়ে, আজ আমার কপাল দোষে প্রলাপীর মত আলাপ কর্চ্ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। কপাল ভাংলে কি চারিদিক্

হতেই এত অশুভ দেখ্‌তে আর শুন্‌তে হয়? তোমার মনকে একবার আমার অবস্থায় এনে দেখ, কতদূর চঞ্চল হয়ে উঠে—কতদূর দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠে। তোমাকে ভাই! কি বলে বুঝাব? কি বলেই বা মনোবেদনা জানাব? যখন তুমি বুঝেও বুঝ্‌বে না, শুনেও শুন্‌বে না, আমার অন্তঃস্থলের সংবাদ পর্য্যন্ত তোমার নিকট কিছুই অজ্ঞাত নেই, তবুও যে আমার দুঃখে দুঃখিত হও না—আমার ব্যথায় তুমি ব্যথা পাও না—সে কেবল ভাই! আমার অদৃষ্টের দোষ। ঘুমানো মানুষ চেতন করা যায়, কিন্তু জাগানো মানুষ জাগাতে পারা যায় না। ভাই! যে, না বোঝে তাকে চট করে বুঝান যায়, যে বুঝেও বলে বুঝি নাই তাকে বুঝানো সোজা নয়।

ভাই! তোমায় কাকুতী মিনতি করে বলছি, একবার সদয় হও—আমার মতে মত দেও, আমার—ব্যথায় ব্যথী হও—তা হলেই বুঝ্‌বে। তা হলেই সব জ্বালা ঘুচে যায়। আর না, আর সয় না, প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। এত জ্বালাতন হয়ে কে থাক্তে পারে? কার্ প্রাণ বাঁচেরে ভাই?

স্বর্ণ। কে জ্বালাতন কল্লে? তবে তোমার অন্তরে হয়েছে বটে, বাহিরে ত নয়?

বিদ্যুৎ। অন্তরে বাহিরে উভয় দিকেই আমাকে জ্বালাতন কর্চ্ছে।

স্বর্ণ। কর্ব্বে আর কে? আমি তবে।

বিদ্যুৎ। ভাই! একা তুমি কেন? তোমার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দেবীও আমাকে জ্বালাচ্ছেন। দেখ না। আর ভাই! সেই আমিই আছি, অথচ ঐ পাদপ কুলের শ্যামলতা—ধান্যক্ষেত্রের

সেই হরিদ্বর্ণতা—কুসুমের সৌগন্ধি —কিছুই যেন ভাল লাগে না। বৃক্ষপত্রের " সর্ সর্ " শব্দে যেন বোধ হয়, প্রকৃতি দেবী আমাকে দূর ক'রে দিচ্ছেন। সমীরণ " শন শন " শব্দে আমাকে কি যেন একটা অশুভ শুন্‌তে আদেশ দিচ্ছেন। অমনি পাদপশাখা চঞ্চলভাবে ঐ আদেশের পোষকতা করিয়া " মর মর " শব্দে আমাকে আত্মঘাতিনী হতে আদেশ দিচ্ছেন। আমি মরছি না দেখেই বুঝি বায়ু-প্রতাপে হেলিয়ে, স্বয়ং আমায় বিনাশ কর্ত্তে অগ্রসর হচ্ছেন। আর সহ্য হয় না। সকলেই শত্রুতা সাধ্‌ছে। সকলেরই আমি কি যেন অনিষ্ট করেছি—সকলেই যে, আমার প্রতি দ্বেষ কচ্ছে´ন; আমাকে দেখ্‌লে, সকলেরই—গা জ্বালা করে, আমার কথা বিষবৎ বোধ হয়, আমি এতই অপ্রিয়

কারিণী হ'য়েছি? তুমি প্রিয়সঙ্গিনী হ'য়েও আজ শত্রুতা সাধ্‌লে? হায় এ দুঃখের কথা কার কাছে জানাই, কে এর সমতা করে? ভাই! তবে হ'ল এই পর্য্যন্ত! আর আমায় দেখতে পাবে না—আর আমায় জ্বালাতেও হবে না। এখন সুখী হও, আমি চল্লেম্ (উত্থান)।

স্বর্ণ। ভাই! আমি তোমাকে এত সতর্ক হ'তে ব'লছি—এত বু'ঝ্‌তে বল্‌ছি—কিছুতেই তুমি পাল্লে না; না পাল্লে, আমি আর তোমায় বল্‌ব না। তোমার চলে কাজ নেই, আমিই এখনকার মত চল্লেম্। (প্রস্থানোদ্যত)

বিদ্যুৎ। (হস্ত ধরিয়া) ভাই! তুমি যদি এই রকম একজনের প্রতি হৃদয় অর্পণ কর্ত্তে—ভাল বাস্‌তে, তা হলে বুঝ্‌তেম্, কেমন করে সতর্ক হতে।

স্বর্ণ। ছিঃ! ছিঃ! ঈশ্বর যেন আমাকে এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি না দেন; এমন

হৃদয়ে, স্বর্ণ! আগুন জ্বালিয়ে দিব। যে ভালবাসার কুহকে প'ড়ে ভাল মন্দ বিবেচনা থাকে না—আপন পর জ্ঞান থাকে না—ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত ভুলিতে হইবে? লজ্জা, কুল, শীল, মান, মর্য্যাদা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভয় যা কিছু স্ত্রীলোকের সর্ব্ব প্রধান অলঙ্কার আছে, সকলই জলাঞ্জলি দিতে হবে—কেবল "প্রাণনাথ" "জীবিতেশ্বর" "হৃদয়বল্লভ" বলে সময় কাটাতে—আর সম্মুখীন হয়ে বসে প্রেমের ছড়াছড়ি কর্ত্তে—আমার ইচ্ছা নাই। কখন যে হবে এমনও বোধ হয় না। স্ত্রীলোকের প্রধান গৌরব যে পদার্থ, আমি এমন লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া ধারণাচ্যুতি কর্ত্তে চাই না। স্ত্রীলোক জন্মেছে কি কেবল "প্রাণনাথ" "প্রাণনাথ" বলে চীৎকার কর্‌বার

জন্য ? তা দ্বারা জগতের কি আর কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না ? (যাইতে অগ্রসর)

বিদ্যুৎ। নানা দাঁড়াও এর আর একটি কথা শুনে যাও, আমি তোমায় যা বল্লেম্, তা কি, প্রকারান্তরে জানাতে পার্ব্বে না ?

স্বর্ণ। সময়ান্তরে ব'ল্ব। এই ঘৃণিত ইচ্ছা পরিত্যাগ কর—আমার কথা শুন— সুখী হবে। কোন আশা ক'র না। আশা ফলবতী না হ'লে বড় বেদনা পেতে হয়। আমার মত নিস্পৃহ হ'ও, কোন যন্ত্রণা নাই।

ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ।

১ম-স্তবক।

গৌড়———অধ্যয়নে। মন্ত্রি-ভবনে।

" রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা ?
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার কথা ;

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়ন মণি,
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেন সাজল যোগিনী
চণ্ডীদাস।

আদ্যনাথ। সত্যই নাকি? কি আশ্চর্য্য! আমরা যে স্বপ্নেও কল্পনা করি নি। শু'নে যে শরীর শিউরে ওঠে! আমার বেশ বিশ্বাস হ'চ্ছে; কেন না, যে অবধি যুবরাজ পিতার অন্বেষণে বেরিয়েছেন; সেই দিন হ'তেই, আমি এরূপ অবস্থা দেখছি। এরই মধ্যে এতটা ঘটেছে? তুমিও কি মাথা মুণ্ড কিছু জান না? আমি যেন সারাদিন বাড়ী থাকি না। তোমার জানা ত অনেকটা সম্ভব। আচ্ছা, বল দেখি স্বর্ণলতাও কি টের পায় নি? কা'ল যে, স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা কল্লে, তার উত্তর পেলে কি?

আদ্যনাথের স্ত্রী। স্বর্ণ যা বল্লে, তাতে বুঝলাম যে, সে এ সব কিছু জানে না। তবে সেদিনকার বাগানের ঘটনা

দেখে, তার কিছু সন্দেহ হয়েছিল; কিন্তু সে সন্দেহ ক্ষণস্থায়ী হ'ল। তার বিশ্বাস যে, বিদ্যুতের এরূপ ভালবাসা প্রায় সকলের সঙ্গেই হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সকলেরই গুণগ্রাহিণী। সকলের গুণভাগ লইয়া আন্দোলন করাই তার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য। সে তাইতেই সুখী হয়, কাজেই তাই করে।

আদ্য। কি বল্লে? বাগানের ঘটনা! এরই মধ্যে বাগানের ভিতরও কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি?

আদ্য-স্ত্রী। এমন বেশী কিছু না, স্বর্ণলতা আমায় সেদিনকার বাগানের কথা এই বল্লে,— „ সে দিন আমরা বাগানের ভিতর গিয়ে, ফুল টুল গুলো উঠাচ্ছি, আর এধার ওধার খেড়িয়া বেড়াচ্ছি। হঠাৎ এমন সময় রাজকুমার বাগানের ধারে এসে

দাঁড়ালেন। তমনি একটু পরে সতীশও এসে জুটল। খানিকটা কাল দুজনেই ঐখানে থেকে নদীর ধারে চলে গেল। কিন্তু যাবার সময় পাছের দিকে ঘন ঘন কি যেন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। দিদিও ওঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল ঐ ভাবেই ছিলেন। পরে অদৃশ্য হলে যুবরাজের কতই প্রশংসা কত্তে লা'গলেন—কতই ভালবাসার চিহ্নাদি প্রকাশ কত্তে লাগলেন। তার আর সীমে নাই। আমি বল্লেম দিদি! আজ এত রাজকুমারের প্রশংসা হচ্ছে কেন? "আজ কি নূতন দেখ্‌লে নাকি, এই বলে দিদি আমায় নিরুত্তর কল্লেন। কিন্তু সে কথাও মিথ্যে নয়। দিদি প্রায়ই রাজকুমারের গুণানুবাদ কত্তেন। সুতরাং আমি অপ্রতিভ হলেম।"

এতে বোধ হয় যে, অনেক দিন
যাবৎ " চখের নেশা " যারে বলে
তাই বুঝি হয়েছিল! নইলে এক
দিনে কি ভালবাসা জন্মে? ক্রমে
ক্রমেই হয়ে থাকে।

পাঠক! প্রেম কি একদিনে সঞ্চারিত হয়? দিনে দিনেই হইয়া থাকে। যেমন কর্ষিত-ক্ষেত্র-মধ্যে কৃষক ত্বরা করিয়া বীজ বপন করিলেও, ত্বরায় শস্য উৎপাদিত হয় না; ক্রমে ক্রমে দিন পূর্ণ হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। তেমনি সহস্র যত্নেও প্রথম দিনেই ভালবাসা হয় না। প্রথমে অঙ্কুরিত, তার পরে বৃদ্ধি—শাখাপল্লবোৎপাদন—দৃঢ়ীভূত।—সর্ব্বশেষে পুষ্পিত—ফলিত। মধুমক্ষিকা যেমন বহুদিনে মধুক্রমে মধুসঞ্চয় করে—নির্ঝরের জল যেমন অল্পে অল্পে এসেই শেষে নদী বলিয়া পরিগণিত হয়—শিশু যেমন ক্রমে ক্রমে শৈশবাবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়—সন্ধ্যা-প্রাক্কালে যেমন দুই চারিটী করিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে—প্রেমেরও অবিকল সেই অবস্থা—ভাল-

বাসারও সেই অবস্থা ! নির্ম্মল আকাশে যেমন ক্রমে ক্রমে মেঘ সঞ্চারিত হইলে প্রবল ঝটিকা উৎপাদনই তার শেষ ফল; নির্ম্মলচিত্তে তেমনি প্রেম অঙ্কুরিত হইলে, তদ্বিরহে মন বিলোড়নই তার শেষ ফল। উভয়েই সম-ফল-দাতৃ। উভয়েই শ্রীভ্রষ্ট করিয়া থাকে। প্রভেদ এই যে—প্রেম কর্ত্তৃক দৈহিক শ্রীভ্রষ্ট—মেঘে বাহিরের প্রাকৃতিক শোভার শ্রী ভ্রষ্ট।

" চল ত বিদ্যুতের ঘরে যাই " বলিয়া আদ্য-নাথের স্ত্রী তৎস্বামীকে বিদ্যুতের ঘরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সুতরাং উভয়েই ধীরে ধীরে চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিদ্যুৎ নাই ; একখানা লিখা কাগজ শয্যায় পড়িয়াছে দেখিতে পাইলেন। অমনি হাতে লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন। আদ্যনা-থের স্ত্রীর শুনিতে ইচ্ছা হইল। সুতরাং স্ত্রীর অভিপ্রায়ানুসারে কিঞ্চিৎ উন্নত স্বরে পড়িতে লাগিলেন।—

কেন মন উচাটন ! কি ধন অভাব—
হায় ! কি ধন অভাব ?

কেন নাই রঙ্গ-রস? একিরে স্বভাব?
তোর একিরে স্বভাব?
দেখে তুমি ফুল্ল ফুল, হইতে রে ভাবাকুল,
কেন হইলে ব্যাকুল? তোর কি ধন অভাব
হায়! একিরে স্বভাব?

১

কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার—
বিন্ধে ভ্রমর ঝঙ্কার—
শেল-সম হৃদয়েতে। যাতনা অপার,
হায়! যাতনা অপার
চক্ষের মিলন তার, ইহাতে দুঃখ অপার,
স'তে হ'বে ক্লেশ ভার; হায় যাতনা অপার—
সেই ভ্রমর ঝঙ্কার।

২

সদা তুমি চিন্ত মন! কাহার কারণ?
বল কাহার কারণ?
ভাল মন্দ না বিচারি দর্শনে অর্পণ—
কল্লে দর্শনে অর্পণ।
হায়! একি তব রীত? না বিচারি হিতাহিত
ঘটে বুঝি বিপরীত। কল্লে দর্শনে অর্পণ—
বল কাহার কারণ?

৩

শুন ওরে ভ্রান্ত মন ! কেন বিচলিত ?
হায় ! কেন বিচলিত ??
" সবুরেতে মেওয়া ফলে " জগতে কথিত
আছে জগতে কথিত।
তবুও যে অন্ত স্থল, ভাব কেন মরুস্থল ?
'ময়ে উর্ব্বরা স্থল। হায় কেন বিচলিত ?
আছে জগতে কথিত '

৪

শুনরে নিরাশা ! তুই বড়ই চঞ্চল—
তুই বড়ই চঞ্চল
আশ্রয় লয়েছ আসি কামিনী অঞ্চল
কেন কামিনী অঞ্চল ?
অবলার পোড়া মন, সহজে গলিত হন,
দিবা নিশি উচাটন। তুই বড়ই চঞ্চল
আশ্রিত কামিনী অঞ্চল !

পাঠান্তে মন্ত্রিবর একেবারে বিস্মিত হইলেন। যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ চিত্তকে আক্রান্ত করিল। ভাবিলেন, এরূপ হওয়া দুঃখের সুখের। কেন না, রাজকুমারের সহিত পরিণয়ে আমার অনিচ্ছা নাই। বরং এ সম্বন্ধে কোন কোন দিবস

বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তা উত্থাপনও করা হইয়াছে। তাঁরও এতে অমত থাকা দূরে থাকুক একান্ত ইচ্ছাই আছে। যাহা হউক, যুবরাজ পূর্ণমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া আসিলে আর গৌণ করা হইবে না। "শুভস্য শীঘ্রম্" শুভ কর্ম্মের বিলম্ব নাই। কিন্তু বিদ্যুতের এরূপ হওয়া উচিত ছিল না; কেন না, তার এখন কৌমার অবস্থা!

আদ্য-স্ত্রী। কাগজ খানা প'ড়েই যে চুপ কল্লেন?

আদ্য। চুপ কল্লেম! দেখলে ত কাণ্ডটা কি?

আদ্য-স্ত্রী। তা ত দে'খলেম। ও কি শুনা যায়?

আদ্য। কে যেন গান গায়। না, না, বিদ্যুৎ বুঝি? বিদ্যুতের মত গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

আদ্য-স্ত্রী। চল না একটু এগিয়ে গিয়ে শুনি?

আদ্য। ওর আর মাথা মুণ্ড শু'নবে কি?

আদ্য-স্ত্রী। দেখি না কেন? এতে আর তোমার আপত্তি কি? ঐ শুননা কি গায়? "দিনমণি" না না "ফণি যেমন মণি ছাড়া" এ সব কি?

আদ্য। তাই ত।

আদ্য-স্ত্রী। চল একটু এগোই। (কিয়দ্দূর গমনে গীত শ্রবণ)

আড়া——মুল্‌তান্‌।

বাঁচে কি ধনি! নলিনী বিহনেতে দিনমণি?
ফণি যেমন মণি ছাড়া, জীমূত ছাড়া দামিনী!
রমণী লতিকা সম, বিনাশ্রয়ে প্রিয়তম,
রহে কি রূপানুপম—ছেদিলে লতিকা-যানি?
তেমনি রে এ অধীনী, হারাইয়ে প্রেমখনি,
কেবল দিবা যামিনী, খুজিতেছে শিরোমণি।

আদ্য। হয়েছে! আর কি চাও? এখন চল যাই।

আদ্য-স্ত্রী। এ কি আশ্চর্য্য! ও মা! এমন মেয়ে ত দেখি নি? পূর্ব্বে শুনেছি, পূর্ব্ব-কার মেয়েরা স্বয়ম্বরা হ'ত, ইচ্ছামত পাত্র নিজেই যুটিয়ে আন্‌ত, এখন কি আবার তাই আরম্ভ হ'ল? লেখা পড়া শেখার ফল ত বড় চমৎকার! নিজেই ভাতার যোটাতে পারে!

আদ্য। এই প্রণালীটি একেবারে মন্দ নয়।

আদ্য-স্ত্রী। "মন্দ নয়" বলি কি?

আদ্য। শুনই আগে, কন্যা যদি ইচ্ছামত স্বামী প্রাপ্ত হয়, তা হ'লে দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব-জনিত যে সমস্ত অমঙ্গল দেশমধ্যে আরম্ভ হ'চ্ছে, তা একেবারে বিদূরিত হয়। প্রত্যেক নর নারীই যে তা হলে সুখী হতে পার্ব্বে তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন এই সব কুসংস্কার এখনও দেশ অধিকার করে রয়েছে—এখনও যখন সমাজ সংস্কার হয় নি—তখন কোন মতেই দেশাচারের অন্যথাচরণ করা অবিধেয়। সমাজিক যন্ত্রণা অত্যন্ত দুঃসহ। ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া, সমাজের অভিমত কার্য্য করিবে। যে সমাজের যে প্রণালী, তদনুসারে সেই সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চলিতে হইবে। নহিলে, সকলে একপক্ষ, আমি নিজেই একপক্ষ হ'লে আর আমার কি সুখ হল? কাজেই বলি, যে পর্য্যন্ত সমাজ সংস্কার না হচ্ছে, সেই পর্য্যন্ত

ভাল হউক্ মন্দ হউক্ সমাজে থেকে
কাল কাটানই উচিত। তার পরে যাতে
সুপ্রথা দেশে প্রচলিত হয়—কুপ্রথা
বিদূরিত হয়—কুসংস্কার আর লোকের
না থাকে—তার মত করাই উচিত।

আদ্য-স্ত্রী। এ নিয়মে চলতে গেলে বহুদিনে—

আদ্য। তা বলে আর কর্ব্বে কি? "এক ঘ'রে"
হয়ে থাকাই ভাল?

আদ-স্ত্রী। তাও কঠিন—এও কঠিন!

সপ্তম-পরিচ্ছেদ।

১ম-স্তবক।

গৌড়ের পার্শ্বস্থ পল্লী—সচকিতে। রাজপথে।

"চল চল চল সবে সমর সমাজ
হে সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ
হে ক্ষত্রিয়ের কাজ॥"
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষদা। ভাই! মালদহ কি পৃথিবীর বাহিরে
গে প'ড়ল? কয় দিন হল অনব-

রত হাঁট্‌ছি, শেষই যে হয় না?

সতীশ। চিন্তা কি? এইত এসেছি। অন্ধকার রাত্রি ব'লে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। নইলে, এখান থেকে আর ত রাজধানী দূর নয়?

মোক্ষদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) রাজধানী? (মৃদুস্বরে) বটে বটে, একদিন ছিল ত? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

ক্ষিতীশ। উনি এলেন না কেন?

সতীশ। উনি কে? ওঃ! আমরা যেখানে ছিলাম সেই বাড়ীওয়ালা? কেমন করে আস্‌বে? রাজার আজ্ঞানুসারে যুদ্ধ কর্ত্তে হয় বুঝি?

মোক্ষদা। ভাল ভাই! যে পল্লীতে আমরা ছিলাম্, সেই খান থেকে কাছাড় হদ্দ দুদিন কি আড়াই দিনের পথ হবে সেই খানে বাবা কারারুদ্ধ আছেন, কিন্তু এতদিন যে এর কিছুই সংবাদ পাই নাই? কি আশ্চর্য্য!

সতীশ। পাবে কেমন করে? কে তোমায় সংবাদ দেয়?

ক্ষিতীশ। কেন? গৃহস্বামী ত দিতে পার্‌ত?

সতীশ। (হাস্য)

ক্ষিতীশ। হাস্‌লে যে?

সতীশ। সে জান্‌তনা।

(রাজধানীর দিকে তোপ ধ্বনি।)

মোক্ষদা। (সচকিতে) একি ভাই? যুদ্ধ নাকি? বিপক্ষ দল এলো কখন? আমরা ত তাদের সজ্জার পূর্ব্বেই এসেছি!

সতীশ। এলে কি হয়? রাস্তা জানতে কি?

(পূনর্ব্বার অনবরত তোপ ধ্বনি।)

মোক্ষদা। ভাই! সর্ব্বনাশ্‌ হয় বুঝি?

সতীশ। স্থির হও, স্থির হও, চল, দেখা যাক্‌।

মোক্ষদা। আর দেখ্‌বে কি?

সতীশ। দেখ্‌ব কি? চলে এসনা? ক্ষুভ দ্রুত পা ফেলে এসো। চিন্তা কি? (সক্রোধে) এই সতীশের মাথা, যতক্ষণ ঘাড়ের উপর আছে—যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত আছে—ততক্ষণ কি আর সতীশ ভয় পায়? ক্ষুভ চলে এসো, এইবার বিপক্ষ দলের যুদ্ধ সাধ মিটাইয়া দিই।

অষ্টম-পরিচ্ছেদ।

১ম-স্তবক।

গৌড়———কৃতজ্ঞতা দানে। মন্ত্রি ভবনে।

" প্রিয় বোলে বান্ধি তারে প্রণয়ের জালে।
যে জন সহায় হয় বিপদের কালে॥ "
ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত।

জেলা মালদহের অন্তর্গত " গৌড় " নামে একটি বিখ্যাত নগর আছে। হুমায়ূন বাদসাহ এই নগরের নাম জেনেতাবাদ রাখিয়া যান। নানা স্থান হইতে দেশীয় বিদেশীয় ব্যবসায়ী,—দোকানদার গোলদার, সওদাগর, কুঠিয়াল, হৌসওয়ালা, নানাপ্রকার বিদ্যালয়,—সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী, আরবী, নাগরী, উর্দ্দূ; নানাপ্রকার দাতব্য ঔষধালয়, —হকিমী অবধৌতী, আয়ুর্ব্বেদোক্ত, তান্ত্রিক, বৈদেশিক ; এতদ্ব্যতীত নানারূপ বৈতনিক অবৈতনিক,—বালিকা বিদ্যালয়, যুবতী বিদ্যালয়, ব্যয়ামালয়, সংগীতালয় প্রভৃতিতে নগর পরিপূর্ণ। নগরের পূর্ব্বাংশে কিয়দ্দূরে বেগশালিনী সুগম্ভীরা এক তটিনীর উভয় পার্শ্বে, গুবাক, তিন্তিড়ী, রসাল, পনস, নারিকেল,

জাম, লিচু প্রভৃতি মহীরুহগণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত। এমনই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সংস্থাপিত যে, রণক্ষেত্রের সেনাকুল বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলতঃ পুরাকালে কোন সুশীল ভূপতির প্রযত্নে এই সংরোপণ কার্য্যটি নির্ব্বাহ হইয়াছে। পশ্চিম দিকের ভূমি সকল নবদূর্ব্বাদলে পরিবৃত এবং নিরতিশয় ব্যবধানে অন্তর অন্তর দুই একটি অশ্বত্থ বিটপী দ্বারায় শোভিত প্রান্তর মাত্র দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভাগে ভূপতির রম্য-উপবন দর্শন করিলে, সন্তাপী ব্যক্তির তাপ দূর হয়। নানাপ্রকার কুসুম—নানাপ্রকার লতা—নানাপ্রকার গুল্ম—নানাপ্রকার বৃক্ষ। সুগন্ধ কেবল বাগানে নয়, নগর শুদ্ধ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। উত্তর দিকে প্রশস্ত বন হইতে কুরঙ্গ শরভ বনমার্জ্জার প্রভৃতি দলে দলে কখন কখন আহারাভিলাষে পশ্চিম দিকের প্রান্তরে গতায়াত করিতেছিল। নরদেহের আভ্যন্তরীণ শিরা, ধমনী, কৈশিকা প্রভৃতি স্নায়ুরাশি যেমন সর্ব্বাবয়ব পরিব্যাপ্ত কিম্বা নদী, নদ, শাখা, প্রশাখা, উপশাখাপ্রভৃতি স্রোতস্বতী দ্বারা পৃথিবী যেমন পরিবৃত, তেমনি

এই নগরের উত্তর দক্ষিণাভিমুখে সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজবর্ত্মের শাখা প্রশাখা দ্বারা জনপদস্থ অধিকাংশ স্থানই ব্যাপ্ত। সেই রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা এবং তৃণাচ্ছাদিত গৃহাবলির দ্বারা সুশোভিত। নগরাভ্যন্তরে রাজবাটী। তাহার অন্তঃপুর সুবিস্তৃত চৌ মহলে বিরাজিত এবং বহির্ব্বাটীও অন্তর্ব্বাটীর চৌমহলের সহিত সংযুক্ত একটি চৌমহল। রাজবর্ত্মের বামপার্শ্বে বিশ্রামের জন্য একটী অট্টালিকা, সভামণ্ডপ বহির্ব্বাটীর চৌমহলের সহিত সংযুক্ত আছে। বিশ্রাম ভবন হইতে সুধাবিনির্ম্মিত সোপান শ্রেণী রাজবর্ত্মের পার্শ্বে আসিয়া সংমিলিত হইয়াছে। সোপানের পার্শ্বদ্বয়ে মুনিমনরঞ্জিত কুসুম তরুচয় স্তবকে স্তবকে শ্রেণীবদ্ধরূপে সুসজ্জিত।

রাজবাটীর ৩ ক্রোশ দক্ষিণে শ্রীযুক্ত বাবু আদ্যনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের বাটী। ইনি রাজবাড়ীর মন্ত্রী বা সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। মহারাজ বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রাজ মহিষীর আজ্ঞানুসারে ইনিই শত্রুদলকে আক্রমণ করেন ও তাহাদিগের

রাজ্যে উপদ্রব করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাহা কেবল ক্রোধ বশতঃই করিয়াছিলেন।

পাঠক্! মন্ত্রিমহাশয়ের আলয়ে অশ্বারোহণে যে তিনটি ভদ্র লোক আসিয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ন্যায় মহাসমাদর পাইলেন, মন্ত্রিমহাশয়, উচিত সম্ভাষণে যাহাঁদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, কখন হর্ষোৎফুল্ল—কখন বা বিষাদিত, কখন ক্রোধ, শিষ্টাচার—কখন বা দীর্ঘ নিশ্বাস, কখন কখন বা সাশ্রুনয়নে চাহিতেছেন। ইঁহারা যে কথোপকথন করিতেছেন, পাঠক্ মহাশয়কে শুনাইবার জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। সতীশ। তার পর?

আদ্য। তার পর, মহিষী আদেশ দিলেন,—
"কাছাড় রাজ্য উৎসন্ন দিতে ও মহারাজকে উদ্ধার কত্তে, শুদ্ধ আসাম আর বাঙ্গালা কেন? আমার গার গহনা —থালা, বাটি বেচতে হলেও কুণ্ঠিত হব না। আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, যদি ক্ষত্রিয় কন্যা হই—যদি ক্ষত্রিয় নারী হই—যদি সতী হই—তবে যে

পর্য্যন্ত না জান্‌ব যে, কেবল একখানি পরিধেয় ভিন্ন এক পয়সার জিনিষ আর "আমার" ব'লবার নাই, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধের ব্যয়ে কাতর হব না, হব না, হব না।

সতীশ। উপযুক্ত আদেশ ?

ক্ষিতীশ। বেশ্‌ত, এই চাই।

মোক্ষদা। যাক্‌ ও সব কথার আর আবশ্যকতা নাই। মা কাল রাত্রিতেই ও সব বিশেষ করে বলেছেন। যুদ্ধ কি কাল আরম্ভ হবে ?

আদ্য। আজ্ঞে।

সতীশ। যুদ্ধ স্থগিত থাক্‌বার কারণ কি ?

আদ্য। তাদের সমস্ত সৈন্য আসে নাই আর প্রধান সেনাপতি রাঘবচাঁদও পহুঁছিতে পারেন নাই।

সতীশ। তবে কাল যে অনবরত তোপধ্বনি হল ? সে বুঝি কেবল তাড়ান মাত্র ?

আদ্য। আজ্ঞে !

সতীশ। এ তাড়াতে কাছাড়রাজের কি লাভ হ'ল ?

আদ্য। (সহাস্যে) তা নির্ব্বোধ কাছাড়রাজই জানে!

সকলে। (উচ্চ হাস্য)

মোক্ষদা। একে পিতা অপহৃত, তাহাতে আমরাও বাড়ীতে ছিলাম না। কেবল মাত্র আপনি যদি তত্ত্বাবধান না কর্ত্তেন, তা হলে আর "আমার" বলবার্ কিছুই জগতে থাক্ত না। আপনি যথার্থ মন্ত্রী! সাধু! সাধু! আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম। ধন্য! ধন্য! বিপৎকালের উপকারই উপকার। (আলিঙ্গন)।

সতীশ। কতকগুলি সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে ?

আদ্য। তবে আশাতিরিক্ত অবৈতনিকই।

মোক্ষদা। তবে চলুন, যুদ্ধসজ্জা একবার দেখি গে।

২য়—স্তবক।

গৌড়——বিষাদে। রণস্থলস্থ শিবিরে।

" কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপূত রাজপুতগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন। „

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষদা। হায়! হায়! মন্ত্রিবর এখন উপায় কি? যত আশা—ভরসা—স্পৃহা—তেজ যা কিছু বল, সবই যে নির্ম্মূল হ'ল! বার বার তিনবার যখন সৈন্যেরা পলায়ন কল্লে, তখন আর আশা নাই। এই বার হ'তেই বুঝি আমাদের চরম হলো? হায়! হায়! উপায় কি? এখনি যে শত্রুপক্ষ লুঠ্‌তে আরম্ভ কর্ব্বে!

আদ্য। (গেঙিয়া গোঙিয়া) বলেন্ ত-অ-অ কি করি? সৈন্যেরা যুদ্ধ কর্ত্তে না পাল্লে আমরা আর কি করি? উৎসাহও ত দিতে ত্রুটি করি নাই। যুবরাজের

অজ্ঞাত কি আছে ?

মোক্ষদা। প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে ডাকা যা’ক্।

আদ্য। যে আজ্ঞে! (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন) বিষহর্ খাঁ! আব্বি স্যব্ বড়া বড়া কুস্তিওয়ালা-ডনগিরি, আওর্ কুপ্পার্ লালা, রণবীর্, রণধীর্, জয়লাল্, শিব দয়াল্, ওমর্ সিং যেত্না মাল্যেক্ হ্যায়্, সবিকো বোলাও। আব্বি বোলায়নে হোগা!

(অদৃশ্যে—যো হুকুম মহারাজ!)

মোক্ষদা। (সবিষাদে) হায়! হায়! মন্ত্রিবর! এই হল—এই হ’ল! আমাদের কপালে এই হ’ল! যা স্বপ্নেও ভাবি নাই তাই হল! —শত্রুপক্ষ অন্দর মহলে প্রবেশ ক’রে লুঠ্‌বে! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! আর বেঁচে ফল কি? জীবন বহির্গত হও—আর শরীরকে স্পর্শ ক’র না। আবার বলি, ক’র না ক’র না ক’র না। মৃত্যু! আমাকে

গ্রহণ কর। অসহ্য যন্ত্রণা দূর কর।

ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান ডনগিরি-পদাতিক এবং সেনাপতিগণ সশস্ত্রে যোদ্ধৃবেশে উপনীত হইল। যুবরাজ এবং মন্ত্রিকে সেলাম দিয়া শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

মোক্ষদা। হে ভ্রাতৃগণ! চিরকাল হিন্দু অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে এক্ষণে সেই মাতৃভূমি দস্যু করে অর্পণ কর্‌ছ? ছিঃ! ছিঃ! এর পূর্ব্বে কেন মৃত্যু হ'ল না? রণচণ্ডি! মা! এই কল্লে! (রোদন)

একজন সেনাপতি। হুজুর! খোদাবন্দ! অসাধ্য হুয়েছে!

মোক্ষদা। (সদর্পে) কি? অসভ্য জঙ্গলীর কাছে বীরের অসাধ্য? কাল যারা বৃক্ষের কোটরে কোটরে আহার্য্য রাখ্‌ত—শাখায় শাখায় অবস্থান কর্‌ত—গহ্বরে গহ্বরে বেড়াত—বৃক্ষ-ফল ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ কর্‌ত—উলঙ্গ কিম্বা সময়ে সময়ে গাছের বল্কল পরত—সেই বর্ব্ব

রের কাছে বীরের অসাধ্য ? আর্য্যভূমি ! তুমি বিগলিত হও—জলাকারে পরিণত হও। কিম্বা মরুভূমি হ'য়ে যাও। সাহারার প্রতি কে লক্ষ্য করে ? তা হলেই বাঁচতাম্। মাতঃ ! আর্য্যবীর প্রসবিনি ! আমরা তোমার কি নরাধম সন্তান ! কোথায় মাকে স্বর্গ ভূমি কর্ত্তে চাব—কোথায় সাহারার ন্যায় কামনা কচ্ছি। কি কাপুরুষতা ! বীরগণ ! একবার বীরোচিত একটি কথা বল। এবং জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্য দ্বারা কর্ণ পবিত্র কর।

(রক্তাক্ত কলেবরে যোদ্ধৃবেশে সতীশ ও ক্ষিতীশের প্রবেশ।)

সতীশ। ধিক্ তোমাদের বীরত্বে—ধিক্ তোমাদের অস্ত্রশিক্ষায়—ধিক্ তোমাদের দেশহিতৈষিতায় !!! শত ধিক্ তোমাদের সাহসে—সহস্র সহস্র ধিক্ তোমাদের " বাঙ্গালী " নামে !!

মোক্ষদা। কি আশ্চর্য্য ! ক্ষত্রিয় আবার রণস্থলে

পিঠ দেখায় ? তারাই ক্ষত্রিয় ? তারাই
আবার অর্য্যনামের উত্তরাধিকারী ?
কখনই না—কখনই না।

সতীশ। সাজ আজি বীরগণ ! সমর-উৎসবে
মহোল্লাসে। বীরদর্পে উঠরে মাতিয়া !
উঠরে ! উঠরে ! আজ উঠরে! উঠরে !!
দেখাও দেখাও সবে শিখাও শিখাও
রণকৌশল ! ঘুষুক ভুবনে আর্য্যের—
ঘুষুক বীরত্ব—ঘুষুক শিক্ষা—ঘুষুক্
তাদের রণের কৌশল !—ঘুষুক সবে—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। দিক্ বিজয়ী আর্য্যের—
বিজয় পতাকা দেখুক্ বিপক্ষদলে।
দেখুক্ বিপক্ষদলে—সভয়ে-চকিতে
সেই অতুল্য অজেয়—বিজয়পতাকা।
প্রতি বিন্দু তেজিয়ান্ যার কলেবরে—
সেই আর্য্য ধৈর্য্য লবে তুচ্ছ রণস্থলে ?
তুচ্ছ ভয়ে যার প্রকম্পিত তনু—ধিক্
সেই! ধিক্ ! ধিক্! শত ধিক্ ! সে জীবনে !
অনলে-জীবনে ত্যজুক জীবন এবে।
ত্যজুক্ তলোবার—ত্যজুক্ পরিবার—

ত্যজুক্ ত্যজুক্ সেই সুখের আশা !
" স্বর্গাদপি গরীয়সী " —যেই জন্মভূমি
তায় অরুচি ? তায় নিস্পৃহ ? বুঝিনু রে !
বুঝিনু বুঝিনু তোরা অনার্য্যতনয়।
অনিবার্য্য যার শৌর্য্য ! যার বীর দাপে
টল টল ক্ষিতিতল অনায়াসে হ'ত।
সেই আর্য্য সুত হয়ে ছিঃ ! ছিঃ ! স্বনামে কলঙ্ক
রটাবে ? উঠরে ! উঠরে ! উদ্ধার গৌড়ে
উদ্ধার উদ্ধার আজি হতভাগ্য বঙ্গে।

বীরগণ। (সদর্পে অসি আস্ফালন করিতে করিতে)
সেই আর্য্য সুত হয়ে, ছিঃ ! ছিঃ ! স্ব নামে কলঙ্ক
রটাবে ? উঠরে ! উঠরে ! উদ্ধার গৌড়ে
উদ্ধার উদ্ধার আজি হতভাগ্য বঙ্গে। "

মেক্ষদা। (সহর্ষে)
ধন্য ! ধন্য ! বীরকুল ! বীরোচিত বাক্যে—
মরুসম অন্তঃস্থল করিলে শিকত
এবে। ভীমনাদে ভীম সম চণ্ড পরাক্রমে
নাশ—সেই অসভ্য দস্যুরাজে। প্রতিজ্ঞা
বীরের বটে ; ক্ষুদ্রচেতা কাপুরুষের
নহেরে আয়ত্ত। পশিল মৃগেন্দ্র যেন

শিবা-দল-মাঝে হুহুঙ্কারি। কিম্বা যথা
বায়ু বেগে ছাইল গগন অম্বুধর।
তেমতি বীরেন্দ্রগণ! পশিবে অরাতি
মাঝে কালান্তক প্রায়! দেখাবে বীরত্ব
যত—অসভ্য দস্যু-রাজে। কহিও তারে—
ঘটিল রে নিশাচর! এত দিনে হায়!
ভাগ্যদোষে তব—কর্ম্মফল! বিধাতা বিগুণ,
রে পামর! তব প্রতি বুঝিনু অন্তরে।
স্বপাপের ফল ভোগ নিয়ন্তা-আদেশে,
এ জড় জগতে বাঁচিতে নারে অমর।
প্রভঞ্জন পরাভবী বীরেন্দ্রপটল?
ধাও দ্রুতগতি—নাশ অরাতিনিচয়।
বীরগণ। " প্রভঞ্জন পরাভবী বীরেন্দ্র পটল?
ধাও দ্রুতগতি—নাশ অরাতি নিচয়"

---

৩ য় স্তবক।

গৌড়——মহারণে। রণস্থলে।——
"হেমকূট হৈমশৃঙ্গ সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল। বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষধ্বজ উড়িছে আকাশে।

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাচিছে হুঙ্কারে।
মাইকেল।

পাঠক্‌গণ! এই ভীষণ রণপ্রাঙ্গণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, —উভয় পক্ষের প্রচণ্ডরণ-বেশী—পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী, রথা-রোহী চতুরঙ্গ সেনাকুলের ভীষণ জীমূত-মন্দ্র বা সিংহনাদ বিনিন্দিত বীরনাদে কেবল রণস্থলী নয়, সমস্ত মালদহ ভূকম্পের ন্যায় প্রকম্পিত হই-তেছে। হস্তীর বৃংহণে, তুরঙ্গমের হ্রেষা ও সেনা-বর্গের বীরনাদে প্রলয়কাল বলিয়া অনুমিত হই-তেছে। আবার অস্ত্রের "ঝন্ ঝনায়" ও তোপা-দির "গুড়ুম্ গুড়ুম্" শব্দে এককালে শারীরিক ক্রিয়া রক্তসঞ্চালনাদি স্থগিত প্রায়। তোপের ধূমে রণপ্রাঙ্গণ তমসাবৃত! দেহের এক হস্ত ব্যবধানে যে কি সামগ্রী আছে, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত জানা যায় না। কখন কখন কেবল অস্ত্র সম্পাতে ও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগকালে বিদ্যু-তের ন্যায় আলোক বাহির হইতেছে। তাহাতে দর্শন-শক্তির আরও অভাব হইতেছে। কেন না, পরক্ষণেই আবার নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি

স্বশরীর পর্য্যন্ত অদৃশ্য করিয়া তুলিতেছে, একে অমা-নিশা—তায় এইরূপ অন্ধকার ! ইহাতে দৃষ্টিশক্তির চালনা কতদূর হইতে পারে ? পাঠক মনে ধারণা করুন । ক্রমে নিশাবসান— সূর্য্য সুপ্রকাশ।

কাছাড়-রাজ। (বীরদর্পে) ভীরুবঙ্গ-তনয় ! যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও আত্মসমর্পণ কর।

আদ্যনাথ। (সকোপে) বর্ব্বর জানিস মৃগের কাছে সিংহ আত্ম সমর্পণ কল্লেও মৃগের প্রাণ সংশয়। দস্যু ! সাবধান।

(বক্ষে অসির আঘাত)

কা-রাজ। (ঢাল দ্বারা অসির আঘাত নিবারণ করিয়া) পামর ! আজ নিশ্চয় তোর আমার হাতেই বিনাশ। (অসির আঘাতে আদ্যনাথের মস্তকচ্ছেদন ও মোক্ষদার প্রতি খড়্গোত্তোলন।)

মোক্ষদা। (ঐরূপে আঘাত নিবারণ করিয়া) কি ? এতদূর স্পর্দ্ধা ? সাবধান—

(অসিতে আঘাত)

কা-রাজ। (অসিভঙ্গ দেখিয়া) হতভাগ্য ! এখন

তোরে কে রক্ষা করে? গ্রীবাদেশে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত ও সতীশ কর্ত্তৃক দক্ষিণ হস্ত ছেদন)

মোক্ষদা। হাত ত গেল, মাথা সাবধান—(মস্তকে আঘাত)

কা-রাজ। (ঐরূপে এক হস্ত দ্বারাই আঘাত নিবারণ করিয়া মোক্ষদাকে বেষ্টন করিয়া পলায়ন)

সতীশ। ধর্—ধর্—ধর্—ধর্‌রে—ধ-অ-অর্—(ধাবমান)

সৈন্যগণ। (মহা কোলাহল করিয়া) ধর্‌রে ধ-অ-অ-র্— (ঐ)

সতীশ। (দ্রুতপদে দৌড়াইয়া গিয়া অসির আঘাতে কাছাড়-রাজের মুণ্ডচ্ছেদন) নরাধম! তোর্ পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

(কাছাড়-সৈন্য ছত্রভঙ্গ ও বঙ্গীয় সৈন্য কর্ত্তৃক অনবরত গোলা বর্ষণ।)

কাছাড় সেনাপতি। (শশবস্তে) হায়! হায়!

সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
কল্লে কি ? ——

গৌড়-সৈন্য। জয় বাঙ্গালার জয় ! জয় যুবরাজের জয় ! জয় সতীশচন্দ্রের জয় !

কা-সেনাপতি। সৈন্যগণ্ ! পালিও না—পালিও না। মহারাজ বেঁচে থাক্‌লে আর পালাতে পার্ব্বে না। থাক—থাক যুদ্ধ কর—প্রাণ রেখ না।

গৌড়-সৈন্য। জয় ধর্ম্মের জয় ! জয় বাঙ্গালার জয় !

ক্ষিতীশ। (উচ্চৈঃস্বরে ভেরীধ্বনির সহিত)
যুদ্ধ স্থগিত— যুদ্ধ স্থগিত— যুদ্ধ স্থগিত !!! গাও সবে বিজয় সঙ্গীত।
বিজয় ঘোষণা, চতুরঙ্গ সেনা,
ঘোষিবে বঙ্গে, পরম রঙ্গে,
আপাতত হও সুস্থ-চিত ; যুদ্ধ স্থগিত —যুদ্ধ স্থগিত—যুদ্ধ স্থগিত ! ! !
(যুদ্ধ স্থগিত হইতে না হইতেই হঠাৎ এক গোলা আসিয়া কাছাড়-রাজ সেনাপতি রাঘবচাঁদের উদরে আঘাত

ও চীৎকার করিয়া পতন এবং রণস্থল নিস্তব্ধ)

রাঘব। অঁ্যা—অঁ্যা—অঁ্যা—প্রা—আ—আ —আ—ণ্ যা—আ—আ—আ—আ —য়্। (উৰ্দ্ধশ্বাস)

সতীশ। আমাদের মহারাজ বেঁচে আছেন?

রাঘব। (দূরবর্ত্তী এক শিবিরের প্রতি কটাক্ষপাত) বে—এ—এ—এ চে—এ—এ—এ আছে এ—এ—এ—এ—ন্।

সতীশ। কেমন বুঝে্ছেন ?

রাঘব। (শিরশ্চালন পূর্ব্বক অতি কষ্টে)জ—অ—অ (জিহ্বা দর্শান)

মোক্ষদা। এক জন একটু জল আন।

সতীশ। মহারাজ কোন্ শিবিরে বল্লেন ?

রাঘব। (পুনর্ব্বার উক্ত প্রকারে দর্শান)

সতীশ। সমস্ত তাঁবু খুজে দেখা যাক (প্রস্থান) জল লইয়া এক জন সৈন্যের প্রবেশ)

মোক্ষদা। জল খান (মুখে জল দান)

রাঘব। (চক্ষু ঘূর্ণায়মান)

ক্ষিতীশ। এই হয়েছে!

রাঘব। (অনবরত চক্ষু ঘূর্ণায়মান—উর্দ্ধশ্বাস —মৃত্যু।)

ক্ষিতীশ ও মোক্ষদা } [প্রকৃত মৃত্যু কি না পরীক্ষা করিয়া] সৎকার করা আবশ্যক। (মৃতদেহ লইয়া কয়েক জন সৈন্যের প্রস্থান)

গৌড়-সৈন্য। জয় বাঙ্গালার জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!

কাছাড় সৈন্য। (ছত্রভঙ্গ—পলায়ন) পালাও—পালাও বাপ্‌রে! প্রাণটা ত বাঁচিয়েছি।

গৌড়াধিপতি মহারাজ জ্ঞানদামোহন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সতীশ সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে করিতে অন্যান্য সেনাপতির সহিত প্রবেশ করিলেন।

সতীশ। (মোক্ষদার প্রতি) ভাই! মহারাজ ঐ তাঁবুতে ত আবদ্ধ ছিলেন।

মোক্ষদা। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক) পিতঃ! শৃগালকর্ত্তৃক সিংহের অবমাননা? মূষিক হইয়া বিড়ালের প্রতি আক্রমণ? এ কি সহ্য হয়?

গৌড়-রাজ। অসহ্য, নিতান্ত অসহ্য ! ধন্য পুত্র ! ধন্য সাহস ! ধন্য তোমাদের বীরত্বে ! এই বয়সে এরূপ বীর্য্যপ্রকাশ আশাতিরিক্ত ! সতীশ তোমার মাতা রত্নগর্ভা ! আমি সহস্রবার তাঁহাকে প্রণিপাত করি। তিনি প্রকৃতই বীরনারী ! তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি,—দীর্ঘজীবী হয়ে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত কর। ঈশ্বর তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সতীশ ! মোক্ষদা ! বীরগণ ! এসো, তোমরা সকলে এসো।

সতীশ। আপনাকে এখানে সঙ্গে করে আনবার কারণ কি ?

গৌড়-রাজ [ব্যঙ্গভাবে] তোমাদের সাক্ষাতে আমাকে বলিদান !

মোক্ষদা। নরাধমের পাপের উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে!

নবম-পরিচ্ছেদ।

১ ম স্তবক।

গৌড়——পূর্ণানন্দে। রাজধানীতে।

' কনক আসনে ' বসে——
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে ব'সে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা স্ফটিক গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজী মানস সরসে
সরস কমল ফুল বিকসিত যথা। „

মাইকেল।

পাঠক! জগৎ নিয়ন্তার নিয়মাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর—তাঁহার মর্ম্মগত তত্ত্ব অনুন্ধান কর—তাঁহার বিশ্ব-রচনা-কৌশল মনে ধারণা কর — তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর, দেখিবে,—বিশ্ব তাঁহার ক্রীড়ার সামগ্রী, তিনি ক্রীড়ক।—দেখিবে, —জগৎ রঙ্গ-ভূমি, তিনি সম্পাদক। —দেখিবে, সংসার আসর, তিনিই অধিকারী। কি কৌশলে যে, তিনি এই বিশ্ব-খেলা খেলাইতেছেন, তা তিনিই জানেন। জগৎকে এমনই

বিচিত্র-চিত্রে-চিত্রিত করিয়াছেন—এমনই সুকৌ-শলে সংস্থাপন করিয়াছেন যে তাহা কখনই ছিন্ন ভিন্ন হইবে না। যে সূত্রগুলি দ্বারা সংসার-বন্ধন বাঁধিয়াছেন, তাহাদের নাম আসা ও মায়া। ইহার একটীরও অভাব হইলে এই দৃঢ় বন্ধন থাকিত না, নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া সংসার ছিন্ন ভিন্ন দেখিতাম। যতই অনুসন্ধান কর— যতই তর্ক বিতর্ক কর—ততই দেখিবে,—তাঁহার রাজ্য, প্রতাপ, কৌশল, নিয়ম কিম্বা মর্ম্ম কিছুই সীমাবদ্ধ নহে। এই জড় জগতে সুখ ও দুঃখ নিয়ত নিয়ন্তার আদেশে আদিষ্ট হইয়া চক্রাকারে ভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য-জীবনের ১ম, ২ য়, ৩ য়, ৪র্থ, অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য এই চারি অধ্যায়ের কোন না কোন অধ্যায়ে, আর বেশী না হউক আংশিক পরিমাণেও কি মানব-জীবনে সুখ স্রোতঃ প্রবাহিত হইবে না ? আমাদের এই প্রস্তাবটির আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখুন, এই পৃথিবীতে এমন জীবই নাই—যার জীবনের কোন না কোন অধ্যায়ে সুখ দুঃখ মিশ্রিত নাই। আদি, অন্ত, মধ্য, কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই

আছে। জগতের রীতিই এই—নিয়ন্তার ইচ্ছাও এই—জগৎ বন্ধনের কৌশলই এই। কেবল মায়া ও আশাই জগৎ বন্ধনের একমাত্র মূল কারণ। না হইলে কি, চিরসুখী প্রভু দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাবাসে—চিরসুখী সতীশ, ক্ষিতীশ এবং মোক্ষদা প্রবাসে—চিরসুখিনী বিদ্যুল্লতা বিরহিণী হইয়া—চিরসুখিনী রাজমহিষী সন্তপ্ত হৃদয়ে—কাল কাটাইতেছিলেন?

পাঠক! এতদিন পরে একবার রাজ-সভার প্রতি দৃষ্টিপাত কর—পূর্ণানন্দের লহরী সভা-নীরে খেলাইতেছে দেখিবে। রাজধানীর প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে—প্রাসাদে প্রাসাদে—কক্ষে কক্ষে—বর্ত্মে বর্ত্মে—এমন কি, নগরস্থ প্রত্যেক ভবনে ভবনে সেই আনন্দ লহরী খেলাইতেছে। কেবল সমস্ত পরগণার মধ্যে একটি বাড়ীর অন্তঃপুরে হাহাকার-ধ্বনি শুনা যাইতেছে। যেন কুসুমে কীট—যেন চন্দ্রে কলঙ্ক—যেন প্রণয়ে বিচ্ছেদ—যেন ধৌতবস্ত্রে কালিমা—যেন দুগ্ধে গোচনা অনুমিত হইতেছে। এ বাড়ীটী কার্?—আদ্যনাথের! তাহা বলিয়া আর কি হইবে? সংসারের রীতিই এইরূপ!

পাঠক্ ! চল, স্থির হও। চল, রাজ সভার আলাপ প্রলাপ শুনিয়া সুখবোধ করি।

মহারাজ। এ বিবাহে ত আদ্যনাথের অমত ছিল না?

অমাত্য। আজ্ঞে না।

মহারাজ। ঠিক্ ঠিক্ ! বরং সে নিজেই মধ্যে মধ্যে আমার নিকট ঐ কথা উত্থাপন কর্ত্ত, এ বিবাহে তবে আর কোন গোল নাই?

অমাত্যবর্গ। অজ্ঞে না।

মহারাজ। ভাল, আদ্যনাথের ভ্রাতস্পুত্রীর নাম কি?

অমাত্য। আজ্ঞে—স্বর্ণলতা।

মহারাজ। হাঁ, হাঁ, স্বর্ণলতা। সে কি আদ্যনাথের কন্যার বড়?

অমাত্য। আজ্ঞে না—ছোট।

মহারাজ। তবে কি তার আজিও বিবাহ হয় নাই?

সতীশ। 'স্বগত' হ'য়েছে!

অমাত্য। আজ্ঞে!

মহারাজ। সতীশ আমার যে উপকার করেছে, তাহা ইহ জন্মেও ভুলিব না। স্বর্ণলতার

সঙ্গে বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু সমাজের গোলযোগ ভাব্‌তে গেলে আর হয় না।

ক্ষিতীশ। আমি ত আপনাকে বংশ সম্বন্ধে সমস্ত পরিচয় দিলেম্‌। বরং তথ্যানুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইলে তাও কর্ত্তে পারেন।

মহারাজ। ক্ষিতীশ! তুমি আমার মনের ভাব বোঝ না। তুমি বালক! আমি রাজা, কিন্তু প্রকারান্তরে সমাজনায়ক। তাই বলে কি আন্তরিক স্পৃহা সাধন জন্য সমাজের রীতির অবাধ্য হওয়া উচিত?

ক্ষিতীশ। আজ্ঞে না।

ইতিমধ্যে বিভূতিভূষিত, ত্রিশূলপাণী রুক্ষকেশী কৌপীনধারী একজন উদাসীন "জয় মহারাজের" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সভা-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। সভাস্থল নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ সতীশ এবং ক্ষিতীশ দুই জনেই যুগপৎ গাত্রোত্থান করিলেন। এবং উভয়েই আগন্তুক উদাসীনের পদধূলি

সাষ্টাঙ্গে লেপন পূর্ব্বক পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হই-লেন,— "বৎস! পাপিনীকে পাপের উপযুক্ত

দণ্ড দিয়াছি—ক্রোধের বশীভূত হয়ে গৃহ হ'তে তাহাকে বহিষ্কৃত করেছি। এক্ষণে যাও—সচ্ছন্দে বাড়ী যাও—সুখ ভোগ কর —কথা রাখ—আমি চল্লেম্। যাবার সময় আর একটি কথা বলি—যা বল্‌তে এত দূর এসেছি—তুমি নিরপরাধী—তুমি ধার্ম্মিক —তুমি আমার সৎপুত্র—তুমি কুল-গৌরব —আমি তবে চল্লেম্—তুমি যাও—বাড়ীতে যাও।

মহারাজ এই সমস্ত কথার অর্থ কতক কতক বুঝিলেন এবং কতক অংশ বুঝিতেও পারিলেন না, সতীশের মুখ হইতে বারংবার "পিতঃ!" শব্দটি উচ্চারণ শুনিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝি-লেন। সুতরাং সসম্ভ্রমে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া অভিবাদন করি-লেন। আবার স্বয়ং বিনয়নম্রভাবে বলিলেন,— "সতীশের বিবাহ হউক্, আপনি আপাততঃ এই উৎকট ধর্ম্মটী পরিত্যাগ করুন; সতীশকে সুখী

করিয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।” সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সচ্ছন্দে হউক” বলিয়া নীরব হইলেন। পুনর্ব্বার মহারাজ “সেই-পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্ত্তে হবে।” বলিলেন। অনেক অনুরোধে উদাসীন—(সতীশের পিতা) স্বীকৃত হইলেন। বিবাহ সম্বন্ধে যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহার প্রকৃত সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া উভয় বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অল্প দিবসের মধ্যেই পরিণয় সম্পাদিত হইল।

বিদ্যুল্লতা ও স্বর্ণলতা এইরূপে মনোমত পতি প্রাপ্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ স্বামী সোহাগের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত উদাসীন—সতীশের পিতা প্রতিজ্ঞামত বিবাহের দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মোপার্জ্জনে চলিলেন।

সম্পূর্ণ।